তাহরীর স্কয়ার

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

তাহরীর স্কয়ার

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
সংবাদ পাঠক
রেডিও জেদ্দা, সৌদি আরব

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ◆ কাটাবন ◆ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

তাহ্‌রীর স্কয়ার

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

ISBN : 978-984-8808-37-5

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-২০১২
শাওয়াল-১৪৩৩
ভাদ্র-১৪১৯

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৮৬২২১৯৫, মোবা : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

Tahrir Square Written by Md. Zillur Rahman Hashemi, Published by Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition September, 2012 Price Tk.40.00 only.

AP-91

www.pathagar.com

তোহফা

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা

হতাহত হয়েছেন, তাদের

মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১। আল-কোরআনে সরাসরি একটি দেশের নাম ॥ ৬

২। আল-কোরআনে সরাসরি একটি পাহাড়ের নাম ॥ ১৪

৩। আল-কোরআনে সরাসরি একটি বৃক্ষকে মোবারক বৃক্ষ সম্বোধন ॥ ১৭

৪। আসমানী খাদ্য ও ছায়া নাযিলের ভূখণ্ড ॥ ১৮

৫। আল-কোরআনে একজন সম্পদশালীর সম্পদ ধ্বংসের দৃষ্টান্ত ॥ ২০

৬। নাফরমানদের আকৃতি বানরে রূপান্তর হয় যে দেশে ॥ ২২

৭। বনি ইসরাইলের জন্য লোহিত সাগরে বারটি রাস্তা ॥ ২৪

৮। যে দেশে বারটি ঝর্ণার উৎপত্তি ॥ ২৮

৯। জান্নাতী নদীর দেশ ॥ ২৯

১০। ফেরাউনের মৃতদেহ এখনো অবিকৃত যে দেশে ॥ ৩২

১১। ভ্রমণের প্রেরণা ও উপকারিতা ॥ ৩৫

১২। অহি নাযিলের দেশে চাকুরী ॥ ৩৮

১৩। তাহরীর স্কয়ার গণবিপ্লবের উৎস স্থান ॥ ৪০

১৪। মিসরীয়দের আন্দোলন ॥ ৪৩

১৫। তাহরীর স্কয়ারে বিপ্লবী ঘোষণা ॥ ৪৬

১৬। ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণা তাহরীর স্কয়ার ॥ ৫৩

১৭। ইসলামী আন্দোলনকারীদের উপর নির্যাতন ॥ ৫৬

www.pathagar.com

এখানে মিসরের সিনাই উপত্যকা ও সুয়েজ খালের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল-কোরআনে সরাসরি একটি দেশের নাম

আল-কোরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে মুহাম্মদ সা. এর উপর আল্লাহ নাযিল করেছেন। সৌদী আরবের মক্কা ও মদীনা এবং তায়েফসহ বেশ কয়েকটি স্থানে আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাযিল করেছেন। সেই সময় পৃথিবী দুইটি পরাশক্তিতে বিভক্ত ছিলো। একটি পারস্য সাম্রাজ্য, যার রাষ্ট্রপ্রধানকে কিসরা বলা হতো। বর্তমানে ঐ দেশটির নাম হচ্ছে ইরান। সে সময় ইরানের জনগণ "অগ্নি পূজারী" হিসেবে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। অপরদিকে 'রোম সাম্রাজ্য' নামে আরেকটি পরাশক্তি ছিলো। সে সাম্রাজ্যের প্রধানকে 'কাইজার' বলা হতো। বর্তমানে ঐ দেশটির নাম হচ্ছে 'ইতালী' যার রাজধানী হচ্ছে রোম। পবিত্র কোরআনের ত্রিশ নং সূরার নাম হচ্ছে 'সূরা আর-রোম। ঐ সময় থেকে এখন পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যটি "খ্রীষ্টান" ধর্মে বিদ্যমান রয়েছে। তারা হলো "আহলে কিতাব"। তাই অগ্নি পূজারী মুশরিকদের চাইতে "আহলে কিতাবধারী রোমান জনগণ মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ছিলো। কারণ তারা পরকালে বিশ্বাস, রিসালাত ও অহিতে বিশ্বাস করতো বলে মুহাম্মদ সা. রোম সম্রাটের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সেই পত্রে পবিত্র আল-কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৬৪নং আয়াতটি তুলে ধরে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সেই আয়াতটি হচ্ছে :

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ. (ال عمران : ٦٤)

অর্থ : হে আহলে কিতাব! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না। তার সাথে অংশীদার স্থাপন করবো না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করবো না। এরপরও যদি তারা স্বীকার না করে তাহলে তাদেরকে

www.pathagar.com

বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয় আমরা মুসলমান বা অনুগত। (সূরা আলে-ইমরান : ৬৪ নং আয়াত)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বেশ কিছু স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। ঐ স্থানগুলোর মর্যাদা বা সম্মান অনেক। এখন আমরা সেই স্থানগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরছি :

ক. মক্কা : আল্লাহ তা'য়ালা আল-কোরআনে "মক্কার" নাম ধরে বলেন :

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. (الفتح : ٢٤)

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) মক্কার অভ্যন্তরে কাফেরদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে নিবৃত রেখেছেন, তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করার পর। (সূরা আল-ফাতহ : ২৪ নং আয়াত)

খ. বাক্কা : পবিত্র মক্কা নগরীর আরো একটি নাম হচ্ছে 'বাক্কা'। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান-পৃ. নং-১৮৫, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

আল্লাহ তা'য়ালা এই নামটি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে বলেন :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ. (ال عمران : ٩٦)

অর্থ : নিশ্চয় মানুষের জন্য সর্বপ্রথম ঘর 'বাক্কা (মক্কায়) বানানো হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান : ৯৬ নং আয়াত) এছাড়া উম্মুল কোরা (আশ শূরা-৭), বালাদিল আমিন (ত্বিন-৩) নামগুলো মক্কার অন্য নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

গ. মদীনা : আল্লাহ তা'য়ালা "মদীনা আল-মোনাওয়ারার" নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে বলেন :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ط وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ق مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ق لَا تَعْلَمُهُمْ ط نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. (التوبة : ١٠١)

অর্থ : আর তোমাদের চতুর্দিকস্থ লোকদের মধ্য থেকে কতিপয় বেদুইন এবং মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও কতিপয় এমন মুনাফিক রয়েছে, যারা নিফাকের

www.pathagar.com

চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি (মুহাম্মদ) তাদেরকে জান না, আমি (আল্লাহ) তাদেরকে চিনি। (সূরা আত-তওবা : ১০১ নং আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সা. মদীনা হিজরতের আগে ঐ স্থানটির নাম ছিলো "ইয়াসরিব"। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا.

(الاحزاب : ١٣)

অর্থ : যখন তাদের একদল বলেছিলো হে ইয়াসরিববাসী, এটি টিকবার জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চলো। (সূরা আল-আহযাব : ১৩ নং আয়াত)

ঘ. আরাফাহ ও মাশয়ারিল হারাম : হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয হচ্ছে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। আর তা থেকে প্রস্থান করে মাশয়ারিল হারাম (মোযদালিফায়) রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। এ দু'টি স্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

(البقرة : ١٩٨)

অর্থ : যখন তোমরা আরাফাতের স্থান থেকে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন তোমরা মাশয়ারিল হারাম (মোযদালিফায়) আল্লাহকে স্মরণ করবে। (সূরা আল-বাকারা : ১৯৮ নং আয়াত)

ঙ. বদর : মদীনা আল-মোনাওয়ারাহ থেকে আশি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বদর স্থানটি অবস্থিত। (ইসলামের ইতিহাস (আলিম) পৃ. নং ৭৩, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-১১০০)

এটিই রাসূলের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ সাহায্য করে ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

(ال عمران : ١٢٣)

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে "বদরে" সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা

www.pathagar.com

দুর্বল ছিলে; সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (সূরা আলে-ইমরান : ১২৩ নং আয়াত)

চ. হোনাইন : মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম হোনাইন। মক্কা বিজয়ের পরে মক্কার কোরাইশগণ "হাওয়াজেন" গোত্রকে মুসলমানদের উপরে আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তারপর মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হাওয়াজেন গোত্র হঠাৎ মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালালে মুসলিম সৈন্যদল পেছনে হটতে থাকে। পরে আল্লাহ সাহায্য করেছেন বলেই হোনাইনের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন : আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ. (التوبة : ٢٥)

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অনেক স্থানে এবং হোনাইনের দিনেও। (সূরা আত-তওবা : ২৫ নং আয়াত)

ছ. মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা : আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সরাসরি দুইটি মসজিদের নাম ধরে বলেন :

سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا. (إسراء : ١)

অর্থ : পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ) কে রাত্রি বেলায় মসজিদে হারাম (মক্কা) থেকে মসজিদে আকসা (জেরুজালেম)-এ ভ্রমণ করিয়েছেন। (সূরা বনি ইসরাইল (ইসরা) : ১ নং আয়াত)

এতোগুলো স্থানের নাম আল্লাহ আল-কোরআনে উল্লেখ করার পরও একটি "দেশের" নাম সরাসরি আল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন, সেই দেশটির নাম হচ্ছে "মিসর"। মিসর শব্দের অর্থ হচ্ছে শহর, নগর, অঞ্চল, বড় দেশ। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান : পৃ. ৭৮৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল "মূসা আ. বনি ইসরাইলগণকে উপদেশ দিয়ে বললেন, যখন তোমরা মান্না ও সালওয়া (পবিত্র খাদ্য) খেতে ভালবাস না, তাহলে তোমরা মিসরে চলে যাও। আল্লাহ বলেন :

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ. (البقرة : ٦١)

www.pathagar.com

অর্থ : তোমরা মিসরে চলে যাও, তোমরা যা কামনা করবে, তা পাবে। (সূরা আল বাকারা : ৬১ নং আয়াত)

তাফসীরে ইবনে কাসিরে ফেরাউনের দেশ 'মিসর'কে বুঝানে হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসির-১/১৪৫) ঐ সময় বনি ইসরাইলগণ মিসর ত্যাগ করে সিনাই উপত্যকায় অবস্থান করেছিলো।

আল্লাহর নবী ইয়াকুবের পুত্রগণ তাদের ভাই ইউসুফ আ. কে কূপে ফেলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ ইউসুফকে বাঁচালেন। পরে এক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে মিসরের অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَقَالَ الَّذِىْ اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰهُ. (يوسف : ٢١)

অর্থ : মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করলো, সে তার স্ত্রীকে বলল এই (ছেলেটিকে) সম্মানে রাখো। (সূরা ইউসুফ : ২১ নং আয়াত)

এই আয়াতে "মিসর" শব্দটি সরাসরি এসেছে। ইউসুফ আ. যখন মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন সেই সময় তার ভাইয়েরা মিসরে খাদ্যের জন্য এসেছেন যারা তাকে কূয়ায় ফেলে দিয়েছিলেন। ইউসুফ আ. ঐ ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন, আমার পিতা-মাতাকে নিয়ে তোমরা মিসরে প্রশান্ত চিত্তে প্রবেশ করো।

আল্লাহ তা'য়ালা এই তথ্যটি আল-কোরআনে তুলে ধরে বলেন :

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ. (يوسف : ٩٩)

অর্থ : যখন তারা ইউসুফের কাছে এসে পৌছল। তখন ইউসুফ আ. পিতা-মাতাকে তার কাছে জায়গা দিয়ে বললেন, আল্লাহ চাহে তো শান্ত চিত্তে "মিসরে" প্রবেশ করুন। (সূরা ইউসুফ : ৯৯ নং আয়াত)

এই আয়াতে 'মিসর' শব্দটি এসেছে। মূসা আ. যখন ফেরাউনের জাদুকরগণকে পরাজিত করলেন, তখন মূসার জাতির লোকেরা ভয় করছিলো, কখন ফেরাউন তাদেরকে হত্যা বা আক্রমণ করে ফেলে। মূসা আ. তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করো। এরপর আল্লাহ মূসা আ. ও তাঁর ভাই হারুন আ. এর প্রতি অহি নাযিল করে বললেন :

www.pathagar.com

اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ. (يونس : ٨٧)

অর্থ : তোমরা তোমাদের জাতির লোকদের জন্য "মিসরের" মাটিতে বাসস্থান বানাও। আর ঘরগুলো কেবলামুখী করে বানাবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করো। (সূরা ইউনুস : ৮৭ নং আয়াত)

এই আয়াতেও "মিসর" শব্দটি আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

এরপর 'ফেরাউন' তার জনগণকে সম্বোধন করে বললো :

قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ. (الزخرف : ٥١)

অর্থ : হে আমার জাতি! আমি কি মিসর অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা তা দেখতে পাও না? (সূরা আয-যুখরুফ : ৫১ নং আয়াত)

এই আয়াতে 'মিসর' শব্দটি সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে 'কারইয়া' শব্দটি মিসর অর্থে একটি আয়াতে এসেছে। ইয়াকুব আ. এর পুত্রগণের মধ্যে থেকে কেউ গিয়ে তার পিতাকে 'বিনয়ামিন' আটকের বিষয়টি জানানোর আহ্বান জানায়, যা সত্য ছিলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا.

অর্থ : জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। (সূরা ইউসুফ : ৮২ নং আয়াত)

তাফসীরে ইবনে কাসিরে ঐ জনপদ বলে 'মিসরকে' বুঝিয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসির-২/৬৩৯ পৃ.)

অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন মিসরে রয়েছে। এই কারণে বিশ্বের 'একটি দেশের নাম' বারবার কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

মিসরের আংশিক মানচিত্র

www.pathagar.com

তাহরীর স্কয়ার-১৩
www.pathagar.com

আল-কোরআনে সরাসরি একটি পাহাড়ের নাম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানে পাহাড়ের কথা তুলে ধরেছেন। আমাদের এই পৃথিবীকে স্থিতিশীল ও নাড়াচাড়া মুক্ত করার জন্যে আল্লাহ পাহাড়-পর্বত তৈরী করেছেন। পাহাড়ের কারণে অনেক স্থানে বৃষ্টি ও আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়। আবার পাহাড়ের অভ্যন্তরে আল্লাহ প্রাকৃতিক সম্পদ জমা রেখেছেন। আবার পাহাড়ের মধ্যে চলাচলের জন্যে গিরিপথের ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড় থেকে ঝর্ণাধারার ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড়ের সৃষ্টি রহস্য চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় আল্লাহ কত শক্তিশালী ও শক্তিধর সত্তা। আবার কেউ পাহাড় খোদাই করে এর ভেতরে বসবাস করাকে নিরাপদ মনে করতো। আবার কেউ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا.

(الكهف : ٩)

অর্থ : তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা ছিল– আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? (সূরা আল-কাহাফ : ৯ নং আয়াত)

অর্থাৎ অত্যাচারী বাদশাহের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ সমস্ত লোকেরা যুবক ছিলো। তারা আল্লাহর ওপর ঈমান ও হেদায়াতের উপর থাকার জন্য আল্লাহর কাছে করুণা প্রার্থনাসহ তাদের পরিকল্পিত কাজগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের সাহায্য কামনা করেছিলো। (সূরা আল-কাহাফ : ১০ নং আয়াত ও তাফসীরে মারেফুল কোরআন)

মুহাম্মদ সা. ও আবু বকর রা. উভয়েই মক্কার কাফেরদের সামনে থেকে বের হয়ে 'সাউর' পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ পাহাড়ের নাম আল্লাহ উল্লেখ না করে বলেন :

اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ. (التوبة : ٤٠)

অর্থ : যখন কাফেররা তাকে দেশান্তর করে দিয়েছিলো, তিনি ছিলেন দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। সেই সময় উভয়ে গুহায় অবস্থান করেছিলেন। (সূরা আত-তওবা : ৪০ নং আয়াত)

www.pathagar.com

অপরদিকে, হিজরবাসী (আদ জাতি) আল্লাহর নবী হূদ আ. এর ঈমানের দাওয়াত অস্বীকার করায় তাদেরকে আল্লাহ তাদের নিরাপদ বসবাসের স্থান পাহাড়ে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ـ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ. (الحجر : ٨٣، ٨٢)

অর্থ : তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করে বসবাস করতো। এরপর (নবীর দাওয়াত অস্বীকার করায়) সকাল বেলায় তাদের উপর একটি বিকট শব্দ আঘাত করলো (সবাই মৃত্যুবরণ করেছে)। (সূরা আল-হিজর : ৮২, ৮৩ নং আয়াত)

মহান আল্লাহ বিভিন্ন পাহাড়ের বর্ণনা তুলে ধরার পর সরাসরি একটি পাহাড়ের নাম আল-কোরআনে তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَالطُّوْرِ ۙ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ. (الطور : ٤-١)

অর্থ : শপথ "তুর" পর্বতের এবং লিখিত কিতাবের খোলা পত্রের শপথ এবং বায়তুল মামুরের। (সূরা আত-তুর : ১-৪ নং আয়াত)

মক্কার হেরা পাহাড়ে আল্লাহ তা'য়ালা জিব্রাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে আল-কোরআন সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন। কিন্তু বিশ্বের এমন একটি পাহাড়ে যেখানে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন মূসা আ. এর কাছে সরাসরি কথা বলেছেন সেই পাহাড়ের নাম "তুর পর্বত"। যাকে তুরে সিনীন বলা হয়। আল্লাহ আরেকটি আয়াতে শপথ করে বলেছেন।

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ. (التين : ٢)

অর্থ : শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের। (সূরা আত-ত্বীন : ২ নং আয়াত)

সেই তুর পর্বতটি বর্তমানে মিসরে অবস্থিত। তুর পাহাড়ের উপত্যকাটি পূত পর্বত বলে স্বয়ং আল্লাহ আল-কোরআনে তুলে ধরে বলেন :

اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. (طه : ١٢)

অর্থ : (হে মূসা) তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় অবস্থান করছো। (সূরা ত্বো-হা : ১২ নং আয়াত)

www.pathagar.com

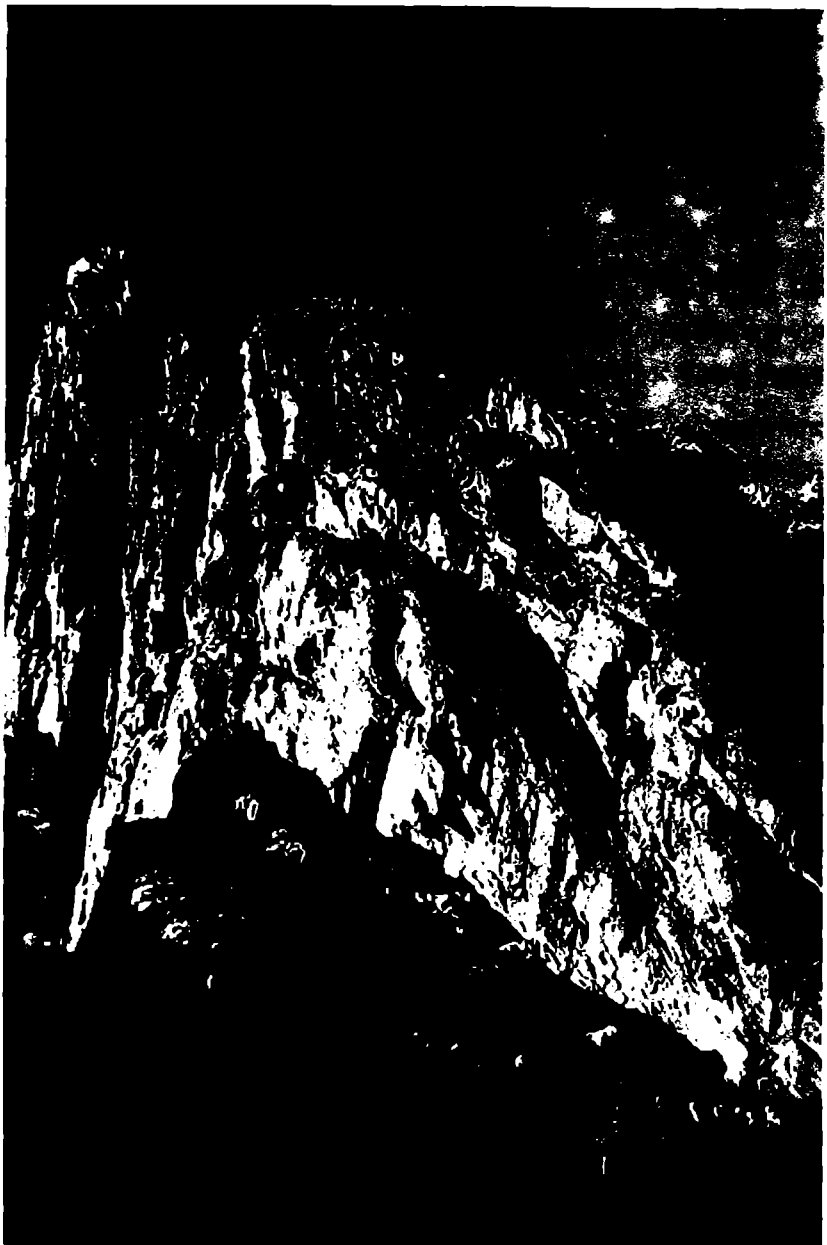

এটিই তুর পর্বত, যেখানে মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।

www.pathagar.com

আল-কোরআনে একটি বৃক্ষকে মোবারক বৃক্ষ সম্বোধন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পৃথিবী নামক গ্রহটিতে বৈচিত্রময় উদ্ভিদ সৃষ্টি করে মানুষ ও জীব-জন্তুর আহারের ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলাদি উৎপন্ন হয়। এর ফলে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী অন্য দেশে রপ্তানি, আবার অন্য ফল আমদানী করা হয়। এই ফল ফলাদিগুলো মানব দেহে ভিটামিন, ক্যালশিয়াম ও অস্থি গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ সৃষ্টির রহস্য তুলে ধরে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন :

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى.(طه : ٥٣)

অর্থ : আমি আকাশ থেকে পানি নাযিল করেছি, এরপর বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। (সূরা ত্বো-হা : ৫৩ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ نق وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ. (الرعد : ٤)

অর্থ : যমীনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, যা মূলত পরস্পর সংলগ্ন। আংগুরের বাগান ও শস্য এবং খেজুর গাছ আছে। একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত বা কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর স্বাদের দিক দিয়ে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর বানিয়েছি। (সূরা আর-রাদ : ৪ নং আয়াত)

পৃথিবীর অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে একটি বৃক্ষ ও তার ফল উভয়টি মোবারক বা বরকতপূর্ণ বলে আল্লাহ আল-কোরআনে তুলে ধরেছেন। কারণ বৃক্ষটির ফল খাওয়া যায় এবং তার তৈলও পাওয়া যায় এবং এর তৈল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো যায়। এই তিনটি গুণাগুণ তুলে ধরে আল্লাহ বলেন :

اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ.

www.pathagar.com

অর্থ : (জ্যোতির উদাহরণ হচ্ছে) একটি কাঁচের পাত্রের ভেতরে একটি বাতি স্থাপিত। কাঁচ পাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো মনে হয়। এটিকে প্রজ্বলিত করা হয় বরকতপূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা পূর্ব ও পশ্চিম নয় বরং (উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে) স্থাপিত করা হয়েছে। (সূরা আন-নূর : ৩৫ নং আয়াত)

এই বরকতপূর্ণ বৃক্ষটি কোথায় উৎপন্ন হয়, তা আল্লাহ নিজেই বলেন :

'সিনাই পর্বতে উৎপন্ন করি এমন বৃক্ষ (যয়তুন), যা ভোজনকারীদের জন্য তৈল ও রুচিকর তরকারীর কাজে আসে।' (সূরা আল-মুমিনূন : ২০ নং আয়াত)

সকল তাফসীরবিদ এই আয়াতে বৃক্ষ সম্পর্কে 'যয়তুন' বৃক্ষ অর্থ করেছেন। তাফসীরে ইবনে কাসিরে 'যয়তুন' বৃক্ষ বলা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসির : ৪/১৫ পৃ.)

আর সিনাহ উপত্যকায় রয়েছে তুর পর্বত। এই পর্বতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মূসা আ. এর সাথে কথা বলেছেন। সিনাই পর্বত ও তুর পর্বত উভয়ই মিসরে অবস্থিত। ঐ পবিত্র স্থানে (সিনাই উপত্যকায়) আল্লাহ যয়তুন গাছ উৎপন্ন করেন।

আসমানী খাদ্য ও ছায়া নাযিলের ভূখণ্ড

মানুষের জীবন ধারণ ও পুষ্টি সাধনের জন্য খাদ্য একান্ত অপরিহার্য। খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদান বা উপাদানের সমষ্টি, যা খেলে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতা বজায় থাকে। ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তি যোগান দেয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরী করে। দেহের প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ মত সমস্ত উপাদানবিশিষ্ট খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে। যেমন আমিষ বা প্রোটিন, শ্বেতসার জাতীয়, স্নেহ জাতীয়, ধাতব ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্য এবং পানিকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে। (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, পৃ. নং ৩৩, ইস. ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক শিক্ষা ও চিকিৎসা, পৃ. নং ১১৬, ড. টি. এইচ. ফেরদাউস)

মানুষসহ যতো জীব রয়েছে সকল জীবের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেছেন বলে আল-কোরআনের সূরা হূদের ৬ নং আয়াতে তুলে ধরেছেন। এমনকি প্রত্যেক জীব আল্লাহর ক্ষমতার আওতায় রয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে কেউ থাকার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. (هود : ٥٦)

অর্থ : পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী নেই, যা তাঁর (আল্লাহর) পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। (সূরা হূদ : ৫৬ নং আয়াত)

পৃথিবীর বুকে এমন কিছু প্রাণী আছে, যারা রিযিক আসার কারণসমূহ যোগাড় করতে পারে না অর্থাৎ : আল্লাহর রিযিক তালাশ করে নেয়ার জন্য হাত, পা, ব্রেইনসহ আল্লাহর উপর ভরসা করতে হয়। অনেক প্রাণীর এই আসবাব বা কারণগুলো নেই। আল্লাহ তাদেরকে আসবাব ছাড়াই রিযিক দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا ز اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ. (العنكبوت : ٦٠)

অর্থ : অনেক জীবজন্তু এমন আছে, যারা নিজেদের খাদ্য বহন (মওজুদ) রাখে না। আল্লাহ তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেন। (সূরা আল-আনকাবূত : ৬০ নং আয়াত)

যেমন মরিয়ম আ. মেহরাবে থাকাবস্থায় আল্লাহ রিযিক দিয়েছেন 'তখন' তিনি খুবই ছোট ছিলেন। আবার খোবাইবকে বন্দী অবস্থায় আল্লাহ রিযিক দিয়েছেন। কিন্তু মরিয়ম আ. যখন পূর্ণ বয়সে উপনীত হলেন আল্লাহ তার মাধ্যমে ঈসা আ. কে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন তখন একাকী মরিয়মকে একটু কষ্ট করতে হয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে "কষ্ট ছাড়া কোন আহার বা ধনসম্পদের মালিক হলে ঐ বস্তুর মূল্য দেয়া হয় না, যদিও জিনিসটি মূল্যবান হয়। ঈসা আ. ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুর্বল মরিয়ম খেজুর গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তখন তাকে জানানো হলো তুমি খেজুর গাছের ডালা নাড়া দাও তাহলে তরতাজা খেজুর তোমার কাছে পড়বে। প্রসবের পরে দুর্বল মরিয়ম খেজুর গাছের ডালা নাড়া দেয়ার পর আল্লাহ রিযিক প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা যমীন থেকে যেভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করার শক্তি রাখেন, তেমনি আকাশ থেকেও খাদ্য পাঠাতে সক্ষম। ইউশা বিন নূনের আ. সময় বনি ইসরাইলদেরকে শাম (সিরিয়া) আমালেকা জাতি থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ আদেশ করেন। তখন বনি ইসরাইলগণ মিসর থেকে রওয়ানা হয়ে শাম ও মিসরের মধ্যখান 'তীহ উপত্যকায়' এসে তারা জেহাদে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। আল্লাহ তাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে এমন শাস্তি দিলেন তারা হতবুদ্ধি

www.pathagar.com

হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। কিন্তু মিসরে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরপরও বনি ইসরাইলদেরকে আল্লাহ তীহ উপত্যকায় আসমানী খাদ্য প্রেরণ করেছিলেন। সে খাদ্যের নাম সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন :

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى (البقرة : ٥٧)

অর্থ : তোমাদের (বনি ইসরাইলের) জন্য আমি মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছি। (সূরা আল-বাকারা : ৫৭ নং আয়াত)

"মান্না" হালুয়া জাতীয় খাদ্য, যা বরফের ন্যায় আকাশ থেকে নাযিল হতো। আর "সালওয়া" ভুনা পাখির গোস্ত। (বোখারী শরীফ : ৪/১৭০০ পৃ.)

অপরদিকে আল্লাহ তা'য়ালা বনি ইসরাইলদেরকে তীহ প্রান্তরে ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে তারা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এটি সাদা মেঘের মতো ছায়া দিতো। (সহিহুল বোখারী : ৪/১৬২৬ পৃ.)

আর তীহ প্রান্তরটি বর্তমানে মিসরের মধ্যে রয়েছে। সিনাই উপত্যকার কাছে প্রসিদ্ধ তীহ পর্বত ও প্রান্তর রয়েছে। (ইতলাস আল মাদরাসী : পৃ. নং ৮১, ফাহাদ আল-মারজুক, ইষ্ট-কুয়েত)

আল্লাহ তা'য়ালা ছায়া সম্পর্কে বলেন :

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. (البقرة : ٥٧)

অর্থ : আমি মেঘের দ্বারা তোমাদের (বনি ইসরাইল) উপর ছায়া দান করেছি। (সূরা আল-বাকারা : ৫৭ নং আয়াত)

এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী খাদ্য ও ছায়ার দৃষ্টান্ত যা মিসরের ভূখণ্ডে নাযিল করেছেন।

আল-কোরআনে একজন সম্পদশালীর সম্পদ ধ্বংসের দৃষ্টান্ত

প্রত্যেক মানুষের এই কথা জানা থাকা উচিৎ আসমান ও যমীনে যতো সম্পদ আছে, সকল সম্পদের আসল মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন। তিনি কাউকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রিযিকের (সম্পদের) মালিক দুনিয়াতে বানান, আবার কাউকে অনুরূপ সম্পদের মালিক বানান না। এর পেছনে কি রহস্য এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

www.pathagar.com

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ط اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ. (الشورى : ٢٧)

অর্থ : যদি আল্লাহ তার সকল বান্দাকে প্রচুর পরিমাণে রিযিক দিতেন তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (সূরা আশ-শূরা : ২৭ নং আয়াত)

অর্থাৎ : সকল মানুষকে সমপরিমাণ সম্পদের মালিক বানানো হলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী থাকতো না এবং কারো নতি স্বীকার করতো না বরং পৃথিবীর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো না। বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। তাই কাউকে সম্পদ দিয়েছেন, আর অন্য জনকে স্বাস্থ্য ও শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সম্পদ কম দিয়েছেন বলে ধনী ব্যক্তির কাজ করে তার থেকে অর্থ গ্রহণ করে। (তাফসীরে মারেফুল কোরআন)

পৃথিবীতে যারা সম্পদের মালিক হয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ বলতে থাকে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে আমি এই সম্পদের মালিক হয়েছি। সুতরাং আমি আমার সম্পদ অন্য মানুষের জন্য ব্যয় করবো না। তখন সে সম্পদ বাড়ানোর জন্য সব সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার চিন্তা তার থাকে না। তখন আল্লাহ তাকে এর দ্বারা পরীক্ষা করেন সেই পরীক্ষা আল্লাহ বিভিন্নভাবে করেন। সেই রকম পরীক্ষা করেছিলেন এমন এক সম্পদশালীকে, যে অর্থের অহংকার করতো। তার সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন :

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ. (القصص : ٧٦)

অর্থ : কারুন ছিলো মূসা আ. এর সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য (অহংকার) প্রকাশ করেছিলো। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধন ভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিলো। (সূরা আল-কাসাস : ৭৬ নং আয়াত)

কারুন, হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এতটুকু প্রমাণিত যে, সে মূসা আ. এর সম্প্রদায় বনি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইবনে আব্বাসের

www.pathagar.com

মতে, সে মূসা আ. এর চাচাত ভাই ছিলো। সে তাওরাতের হাফেয ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর মতো (মুনাফিক) কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। কারুনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তার জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট আত্মীয়, এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সে মূসা আ. এর মনে অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে মূসা আ. বললেন এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু কারুন সন্তুষ্ট হলো না এবং মূসা আ. এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে। (তাফসীরে মারেফুল কোরআন)

শেষ পর্যন্ত কারুন এই ধন সম্পত্তি তার বুদ্ধিতে লাভ করেছে বলে প্রকাশ করে এবং তার সম্প্রদায়ের কাছে জাঁকজমক সহকারে বের হওয়ায় কিছু লোক কারুনের মতো ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বললো যদি আমাকে কারুনের মতো ধন সম্পদ দেয়া হতো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা কারুনের বিশাল সম্পদকে কিভাবে ধ্বংস করেছেন এ সম্পর্কে বলেন :

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ز فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ. (القصص : ٨١)

অর্থ : আমি (আল্লাহ) কারুনকে ও তার ঘরকে মাটির নীচে বিলীন (ধ্বংস) করেছি। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দল ছিলো না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে। (সূরা আল-কাসাস : ৮১ নং আয়াত)

মিসরেই আল্লাহ কারুনকে ধ্বংস করেছেন। তার ধ্বংসের স্থানটি বর্তমানে মিসরে "বুহাইরা কারুন" নামে পরিচিত রয়েছে। এটি রাজধানী মিসর থেকে দক্ষিণ দিকে আল-ফাইয়ুম শহরের সাথে বিদ্যমান রয়েছে।

নাফরমানদের আকৃতি বানরে রূপান্তর হয় যে দেশে

আল্লাহ তা'য়ালা মূসা ও হারুন আ. এর পরে বনি ইসরাইলের জন্য দাউদ আ. কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রতি যাবুর কিতাব নাযিল করেছেন। দাউদ আ. কে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ কয়েকটি গুণাবলী দিয়েছেন। তন্মধ্যে তাকে রিসালতের দায়িত্বের সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করেছিলেন। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহর যিকির অথবা যাবুর তিলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে

www.pathagar.com

যেতো। এমনকি সাগরের মাছগুলো, পাহাড় পর্বতসমূহ দাউদ আ. এর সাথে তাসবিহ পাঠ করতো। (তাফসীরে মারেফুল কোরআন)

দাউদ আ. এর শরীয়তে শনিবার দিনটি পবিত্র ছিলো। ঈসা আ. এর শরীয়তে রবিবার দিন ছিলো সম্মানিত। আর মুহাম্মদ সা. এর শরীয়তে জুমাবার দিনটি পবিত্র ও সম্মানিত করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ তাদের গ্রন্থে জুমাবারের ফযীলতের কথা তুলে ধরেছেন। এই কারণে বনি ইসরাইলের নিকট 'শনিবার দিন' মাছ শিকার করা নিষেধ ছিলো। কিন্তু তারা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে মাছ শিকার না করে মাছগুলোকে বিভিন্ন পন্থায় আটকিয়ে রেখে পরের দিন ধরতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা আল-কোরআনে বলেন :

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ. (الاعراف : ١٦٣)

অর্থ : তাদের কাছে সেই গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো যা সাগরের তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশ অমান্য করলো। (সূরা আল-আরাফ : ১৬৩ নং আয়াত)

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ঐ লোকদের মধ্য থেকে যারা এই কাজে জড়িত ছিলো এবং যারা তাদেরকে কোন নিষেধ করেনি বরং চুপ ছিলো তাদেরকে বানর বানিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। আর যারা তাদেরকে এই সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাদেরকে বানরের আকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ. (الاعراف : ١٦٥)

অর্থ : (যারা তাদেরকে নিষেধ করেছিল) তারা বললো আমাদের রবের কাছে দোষ থেকে মুক্তির জন্য তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, যাতে তারা ভয় করে। যখন তারা ঐ উপদেশগুলো ভুলে গেল, আমি সে সব লোকদেরকে (আকৃতি পরিবর্তন) শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতো। (সূরা আল-আরাফের : ১৬৫ নং আয়াত)

আর যারা শনিবার দিন মাছ ধরার ফন্দি করলো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ.

(الاعراف : ١٦٦)

অর্থ : যখন তারা অবাধ্য হয়ে এ কাজে এগিয়ে গেলো, তখন আমি নির্দেশ দিলাম তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (সূরা আল-আরাফের : ১৬৬ নং আয়াত)

যেই স্থানে সাগরের মাছগুলো আসতো, সেই স্থানের নামটি হচ্ছে ঈ'লা' যা 'কলজম' সাগরে অবস্থিত। লোহিত সাগরের পূর্বের নাম ছিলো "কলজম সাগর'। ইবনে আব্বাসের মতে, ঐ স্থানটির নাম 'আঈলা' যা তুর পর্বত এবং মাদায়েনের মাঝখানে অবস্থিত। (তাফসীরে জালালাইন : ১/২১৮, তাফসীরে আস-সা'য়লাবী: ২/৮২ এবং তাফসীরে মোখতাছার ইবনে কাছিরের : ২/৮২ নং পৃ.)

বনি ইসরাইলের জন্য লোহিত সাগরে বারটি রাস্তা

আপনারা সকলে জানেন মূসা আ. এর বংশধরের নাম ছিলো বনি ইসরাইল। এই বংশেই আল্লাহ অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। ইউসুফ আ. এর বার ভাইয়ের কারণে বারটি গোত্র গড়ে উঠেছিলো। ফেরাউন হচ্ছে মিসরের বাদশাহের উপাধি, যা তামালিকার বংশের পরে মিসরের রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এই উপাধিটি ব্যবহৃত হতো। (তাফসীরে ফাতহুল কাদির : ২/৩৩৫)

বর্তমানে মিসরের জাদুঘরে ২য় রামসিস হিসেবে "ফেরাউন" কে সবাই চেনে। ফেরাউন বনি ইসরাইলের উপর আক্রমণ, নির্যাতন করতো। তাদের উপর আক্রমণ না করার জন্য মূসা আ. ফেরাউনকে সতর্ক করেছেন। শেষ পর্যন্ত মূসা আ. এর কাছে ফেরাউনের জাদুকরগণ পরাজিত হওয়ার পর ফেরাউন বনি ইসরাইলদের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। আল্লাহ মূসার আ. প্রতি অহি প্রেরণ করে জানিয়ে দিলেন :

اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى. (طه : ٧٧)

অর্থ : আমার বান্দাদেরকে নিয়ে (মিসর থেকে) রাত্রি বেলায় বের হয়ে যাও। তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ করো, পেছন থেকে এসে তোমাদেরকে ধরে ফেলার আশংকা করো না। (সূরা ত্বো-হা : ৭৭ নং আয়াত)

www.pathagar.com

মূসা আ. বনি ইসরাইলদেরকে নিয়ে লোহিত সাগরের অপর পাড়ে (তুর পর্বত) সিনাই উপত্যকার উদ্দেশ্যে রাত্রী বেলায় রওয়ানা হলেন। ফেরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে গেল। তারপর সে রাতে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলো। সে ও তার সেনাবাহিনী পেছন থেকে মূসা ও বনি ইসরাইলদেরকে ধরার জন্য বের হলো। মূসা ও তার সাথীরা সাগরের পাড়ে উৎকণ্ঠার সাথে বললো, আমরা তো ফেরাউনের সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেলাম। এই কথাটি আল্লাহ আল-কোরআনে তুলে ধরে বলেন :

فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۔ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ. (الشعرآء : ٦٢-٦١)

অর্থ : মূসার সাথীরা বললো, আমরা ধরা পড়ে গেলাম। মূসা বললেন কখনো নয়, আমার সাথে আমাদের রব আছেন, তিনি পথ দেখাবেন। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ মূসা আ. কে বললেন, তোমার হাতের লাঠি সমুদ্রে আঘাত করো, তারপর আল্লাহ বলেন :

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ.(الشعرآء : ٦٢-٦١)

অর্থ : ফলে সমুদ্র ভাগ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। (সূরা আশ-শোয়ারা : ৬৩ নং আয়াত)

তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে মূসার লাঠির আঘাতে বারটি রাস্তা হয়েছিলো। যাতে বারটি গোত্র সহসায় যেতে পারে। (তাফসীরে তাবারী : ১/৩১৪ নং পৃ.)

মূসা আ. ও বনি ইসরাইল সাগরের মধ্যে বিশাল বারটি রাস্তা দিয়ে অপর প্রান্তে (তুর পর্বতে) পৌঁছলেন, তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী সবে মাত্র সাগরের পাড়ে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ভ হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরী হয়ে গেল! ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদের বললো, এগুলো আমার শক্তির লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে। এই কথাটি বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিলো। গোটা সেনাবাহিনীকে আসার আদেশ দিলো। ফেরাউন যখন তার সেনাবাহিনীসহ সমুদ্রের মাঝখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে বাকী রইল না, তখন আল্লাহ তা'য়ালা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন।

www.pathagar.com

সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হলো, এইভাবে আল্লাহ তা'য়ালা রবের দাবীদার ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেছেন। (তাফসীরে মারেফুল কোরআন)

বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় "তুর পর্বতের সোজা পশ্চিম দিকে সুইজ উপসাগরের "জেমসা ও সাকিরের" মাঝখানে আল্লাহ সাগরে বারটি রাস্তা বানিয়েছেন। সেইখানে সম্ভবতঃ ফেরাউন তার বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন। মূসা ও তার সাথীরা বাস্তবে তাদের মৃত্যু দেখতে পেয়েছিলেন। এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ. (البقرة : ٥٠)

অর্থ : ফেরাউনের লোকদের ডুবার দৃশ্য তোমরা দেখছিলে। (সূরা আল-বাকারা : ৫০ নং আয়াত)

সেই স্থানটি হচ্ছে মিসরে।

www.pathagar.com

এই মানচিত্রে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মধ্যখানে সিনাই উপত্যকা। তার সাথে ফিলিস্তিন, জর্ডান ও সৌদী আরবের তাবুক অঞ্চল দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

যে দেশে বারটি ঝর্ণার উৎপত্তি

মূসা আ. ও তার ভাই হারুনসহ বনি ইসরাইলগণ স্বচক্ষে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীকে পানিতে ডোবার দৃশ্য অবলোকন করার পর তুর পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'য়ালা মূসাকে আদেশ করলেন "বনি ইসরাইলদেরকে নিয়ে" বাইতুল মাকদাস উদ্ধার করো। সেখানের যালেম বাদশাহ 'পবিত্র ভূমি' দখল করে রেখেছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই পবিত্র স্থানটি উদ্ধার করো। মূসা আ. এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে ছিলেন; সেই মূসার প্রতি নির্দেশটি বর্তমানের মুসলমানদেরকে আল্লাহ যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। মূসা বলেছিলো :

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ. (المائدة : ٢١)

অর্থ : হে আমার জাতি, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো। (সূরা আল-মায়েদা : ২১ নং আয়াত)

কিন্তু মূসার জাতি বললো ঐ দেশে এক শক্তিশালী জাতি রয়েছে। আমরা সেখানে যাবো না যে পর্যন্ত না তারা ঐ স্থান থেকে বের হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মূসার জাতি বললো :

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ. (المائدة : ٢٤)

অর্থ : তুমি ও তোমার রব গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে রইলাম। (সূরা আল-মায়েদা : ২৪ নং আয়াত)

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার পর আল্লাহ বনি ইসরাইলদের জন্য তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর পর্যন্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে চলার ব্যবস্থা করলেন। মূল মিসর ভূখণ্ডে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাফসীরে তাবারীতে বর্ণিত হয়েছে, যখন তারা পবিত্র ভূমি বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশে অস্বীকার করলো এরপর তারা বললো, আমরা তীহ প্রান্তরে কি খাবো, মূসা বললেন তোমাদের জন্য আল্লাহ খানা পাঠাবেন। তা হচ্ছে রুটি। রুটি কি দিয়ে খাবে সেই জন্য "মান্না" বরফের মতো পাঠালেন। এরপর তারা বললো কোথায় আমাদের পান করার পানি? মূসা বললেন আল্লাহ পানির ব্যবস্থা করবেন। এরপর মূসা আ. কে আল্লাহ বললেন : তোমার হাতের লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করো, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন :

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ. (البقرة : ٦٠)

www.pathagar.com

অর্থ : আমি মূসাকে বললাম নিজের লাঠির দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো। তারপর পাথর থেকে বারটি ঝর্ণা বের হলো। তাদের সকল গোত্র চিনে নিলো নিজ নিজ ঘাট, খাও, পান করো আল্লাহর রিযিক। (সূরা আল-বাকারা : ৬০ নং আয়াত ও তাফসীরে তাবারী : ১/৩৩৩ পৃ.)

যেই স্থানে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছিলো "ঐ স্থানটির নাম হচ্ছে "তীহ" প্রান্তর। সীনাই উপত্যকার কাছে তা রয়েছে। সীনাই উপত্যকা ও তীহ প্রান্তরটি বর্তমানে মিসরে রয়েছে।

জান্নাতী নদীর দেশ

আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে সাথে যারা তাদের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে জীবন পরিচালনা করেছে, তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সেই জান্নাতে কত নিয়ামত আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, যা চোখ কখনো দেখেনি, কান শুনেনি, হৃদয় দিয়ে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনের সূরা আর-রাহমান, সূরা আল-ওয়াকিয়া এবং আরো অনেক সূরায় কমবেশী জান্নাতের কিছু দৃশ্য আল্লাহ তুলে ধরেছেন। সূরা আর-রাহমানে মোট চারটি ঝর্ণার কথা আল্লাহ তুলে ধরে বলেন :

فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. (الرحمن : ٥٠)

অর্থ : উভয় উদ্যানে দুইটি প্রস্রবণ রয়েছে। (সূরা আর-রাহমান : ৫০ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে বলেন :

فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. (الرحمن : ٦٦)

অর্থ : তাতে রয়েছে উদ্বেলিত দুইটি ঝর্ণা। (সূরা আর-রাহমান : ৬৬ নং আয়াত)

সূরা আদ-দাহরে আল্লাহ সালসাবীল ঝর্ণার কথা তুলে ধরে বলেন :

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً ـ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً. (الدهر : ١٨-١٧)

অর্থ : জান্নাতীদেরকে আল্লাহ আদা মিশ্রিত শরবত পান করাবেন। আর জান্নাতে সালসাবীল নামক 'ঝর্ণা' রয়েছে। (সূরা আদ-দাহর (ইনসান) : ১৭, ১৮ নং আয়াত)

অন্য সূরায় আল্লাহ বলেন :

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ـ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ. (المطففين : ٢٦-٢٥)

www.pathagar.com

অর্থ : জান্নাতীদেরকে মোহর করে বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে আর মোহরটি হবে সুগন্ধিযুক্ত। (সূরা আল-মোতাফফিফীন : ২৫ নং আয়াত)

সূরা মুহাম্মদে চারটি নদীর কথা আল্লাহ বলেছেন :

فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. (محمد : ١٥)

অর্থ : জান্নাতে পানির নদী রয়েছে, যার পানি দুর্গন্ধমুক্ত, দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। সুস্বাদু শরাবের নদী এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী। (সূরা মুহাম্মদ : ১৫ নং আয়াত)

মুহাম্মদ সা. ইরশাদ করেছেন :

سِيْحَانُ وَجِيْحَانُ وَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ كُلٌّ مِنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ. (مسلم، تفسير القرطبى ٢٠١/١٦ صحفه)

অর্থ : সিহান, জিহান, নীল এবং ফোরাত নদীগুলো জান্নাতের নদী। (মুসলিম শরীফ ও তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/২০১ পৃ.)

তাফসীর ইবনে কাসির ও তাফসীর তাবারীতে নীল ও ফোরাত নদী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. যখন মিরাজের উদ্দেশ্যে প্রথম আসমানে আসলেন, সেখানে আদম আ. এর সাথে জিব্রাঈল পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে সালাম বিনিময় হয়। আদম আ. মুহাম্মদ সা. কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তখন তিনি দুনিয়ার আসমানে দু'টি নদী প্রবাহিত হতে দেখলেন। জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করা হলো এই নদীদ্বয়ের নাম কি? জিব্রাঈল বললেন : এই নদীদ্বয় হলো নীল ও ফোরাতের মূল 'অংশ'। (তাফসীর ইবনে কাসির : ৩/৫ পৃ.)

একই তাফসীরে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. সিদরাতুল মোনতাহায় চারটি নদী প্রবাহিত হতে দেখলেন। দুইটি নদী অপ্রকাশিত আর দুইটি নদী প্রকাশিত। জিব্রাঈল আ. কে জিজ্ঞেস করা হলো এ নদীগুলো কি নদী? জিব্রাঈল আ. বললেন: অপ্রকাশিত নদীদ্বয় জান্নাতে প্রবাহিত। আর প্রকাশিত দুইটি হচ্ছে নীল ও ফোরাত। (তাফসীর ইবনে কাসির : ৩/১২ পৃ.)

তাফসীরে তাবারীতে লিখা হয়েছে, অপ্রকাশিত নদীদ্বয় রূহের নদী, যা জান্নাতে প্রবাহিত। আর প্রকাশিত নদীদ্বয় হচ্ছে নীল ও ফোরাত। (তাফসীরে তাবারী : ১১/৫১৪ পৃ.)

www.pathagar.com

তাফসীরে ফতহুল কাদিরে ৫টি নদীকে জান্নাতের নদী বলা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: সিহুন, যা ভারতে প্রবাহিত, জিহুন বালাখ নদী, ইরাকে দজলা ও ফোরাত নামে দুইটি নদী প্রবাহিত এবং মিসরের ভূখণ্ডে নীল নদী। আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের একটি ঝর্ণা থেকে এ নদীগুলো নিচের দিকে প্রবাহিত করেছেন। (তাফসীরে ফতহুল কাদির : ৩/৬৮৭ পৃ.)

সেই নীল নদ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৬,৬৩৯ কি. মি.। ঐ নদীটি আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উৎপত্তি হয়ে দশটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যা সর্বশেষ মিসরের উপর দিয়ে ভূমধ্য সাগরে পতিত হয়েছে। (আজকের বিশ্ব : পৃ. নং ৩৪৬, গোলাম মোস্তফা কিরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

এটি হচ্ছে নীল নদ, যা মিসরে প্রবাহিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

ফেরাউনের মৃতদেহ এখনো অবিকৃত যে দেশে

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন ফেরাউনের কথা তুলে ধরেছেন, অন্য কোন কাফের বা যালেম শাসকের কথা এতোবার তুলে ধরেননি। এর কারণ হচ্ছে যুগ যুগ ধরে ফেরাউনের মতাদর্শে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের আবির্ভাব হবে, যারা মূসা আ. বা সত্যিকার ঈমানদারদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড চালাবে। মযলুমগণ আল্লাহর জান্নাতে থাকবেন যার দৃষ্টান্ত ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার কথা আল্লাহ সূরা আত-তাহরীমের ১১ নং আয়াতে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে যালেম ফেরাউনের শাস্তির দৃষ্টান্তের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ج وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ قف

اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. (غافر : ٤٦)

অর্থ : সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউনের গোত্রকে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও। (সূরা গাফির (মুমিন) : ৪৬ নং আয়াত)

ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী যখন মিসর থেকে বের হয়ে মূসা ও বনি ইসরাইলকে ধরার জন্যে পেছনে বের হয়ে লোহিত সাগর তীরে পৌছলো, সেখানে সাগরের মধ্যে শুকনা রাস্তা দেখতে পেলো, অথচ রাস্তাগুলো মূসার লাঠির আঘাতে হয়েছিলো। তাফসীরে ইবনে কাসিরে বর্ণিত হয়েছে, ফেরাউনের ঘোড়ার সামনে জিব্রাঈল আ. একটি ঘোড়া নিয়ে ঐ রাস্তাগুলোতে প্রথমে প্রবেশ করে। জিব্রাঈলকে অনুসরণ করে ফেরাউনের সেনারা সাগরের রাস্তায় প্রবেশ করে। সাগরের রাস্তার মধ্যখানে মিকাইল ফেরেশতা এমনভাবে দাঁড়িয়েছেন ফেরাউনের সেনারা সামনের দিকে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তখন সাগরের রাস্তায় ঢেউ শুরু হলো। (তাফসীরে ইবনে কাসির : ২/৫৬৫ পৃ.) এরপর ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঘোড়াসহ ডুবতে শুরু করলো। ফেরাউন তখন যে কথাগুলো বলেছিলো, আল্লাহ আল-কোরআনে তা তুলে ধরে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا الَّذِیْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ. (یونس : ۹۰)

অর্থ : আমি বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন উপাস্য নেই তাকে ছাড়া যার উপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইলগণ। আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউনুস : ৯০ নং আয়াত)

অর্থাৎ : ফেরাউন ডুবন্ত অবস্থায় মুসলমান বলে দাবী করেছে। আল্লাহ ফেরাউনের আহ্বান গ্রহণ না করে বললেন :

اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ (یونس : ۹۱)

অর্থ : এখন (মুসলমান দাবী করছো?) অথচ ইতিপূর্বে তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছো এবং তুমি গোলযোগ সৃষ্টিকারী ছিলে। (সূরা ইউনুস : ৯১ নং আয়াত)

তারপর আল্লাহ সাগরের পানিকে নির্দেশ দিলেন যে, ফেরাউনের লাশ যেন নষ্ট না হয়। আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টি আল্লাহর নির্দেশ মানে। তাই পানি তার দেহকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আল্লাহ বলেন :

فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰیَةً ط وَاِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰیٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ. (یونس : ۹۲)

অর্থ : আজ তোমার (ফেরাউনের) দেহকে বাঁচিয়ে রাখলাম, যাতে তোমার পরবর্তী (যালেমগণ) তোমার দেহ নিদর্শন হিসেবে দেখে। নিশ্চয় বহু মানুষ আমার নিদর্শন সম্পর্কে অমনোযোগী। (সূরা ইউনুস : ৯২ নং আয়াত)

বর্তমানে মিসরের জাদুঘরে 'ফেরাউনের' মমি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ফেরাউনকে 'দ্বিতীয় রামসিস' হিসেবে সবাই চেনে।

www.pathagar.com

এই হচ্ছে ফেরাউনের ছবি, যা মিসরের যাদুঘরে রয়েছে।

www.pathagar.com

ভ্রমণের প্রেরণা ও উপকারিতা

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানে পৃথিবী ভ্রমণের উৎসাহ দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন ও অপরাধীদের শাস্তির দৃষ্টান্তগুলো রেখে দিয়েছেন, যাতে মানুষ আল্লাহর বিরাট শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন :

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا. (روم : ٩)

অর্থ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিলো? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিলো, তারা যমীনে চাষ করতো, তাদের চাইতে আরো অধিক আবাদ করতো। (সূরা আর-রূম : ৯ নং আয়াত)

আল্লাহ অন্য আয়াতে ভ্রমণ সম্পর্কে আরো বলেন :

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِىءُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ. (العنكبوت : ٢٠)

অর্থ : হে নবী (বলুন) তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করো এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। তারপর আবার পুনরায় সৃষ্টি করবেন। (সূরা আল-আনকাবূত : ২০ নং আয়াত)

তাই দেখা যায়, কেউ কেউ দৈহিক আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমায়, আবার কেউ অবৈধ সম্পদের হিসাব দেয়ার ভয়ে প্রবাসে বসবাস করে। আবার কেউ মনের প্রশান্তির উদ্দেশ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে সফরে যায়। আবার কেউ চাকুরীর উদ্দেশ্যে প্রবাসে বসবাস করে। আবার কেউ আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুণ্যতার দৃশ্য ও আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এবং

www.pathagar.com

জীবনটি আল্লাহর পথে চালানোর জন্যে ভ্রমণে যায়। আবার কেউ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সফরে যায়। এতে তারা শান্তি পায়।

আমাদের অন্তর বা মনটিকে আরবীতে 'কলব' বলে। সে এক অবস্থায় থাকতে পারেনা বলে তাকে কলব বলে। তাই কেউ অসৎ কাজ করে মনে শান্তি পায়, আবার কেউ ভাল কাজ করে মনে শান্তি পায়। বাস্তবেই, আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই মনের শান্তি রয়েছে। অন্তরে যদি আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর ভয় না থাকে, তাহলে ঐ হৃদয়টি কঠিন বা অন্ধ হয়ে যায়। ফেরাউনের মত যালেম শাসকদের মৃতদেহ দেখেও মনের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি না হওয়ার কারণ হচ্ছে অসৎ কাজ করার ফলে মনটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ যখন একটি অন্যায় কাজ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। (তাফসীর রূহুল মায়ানী; ৩/৬৩ পৃ. ও সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩/২১০)

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন :

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ. (الحج : ٤٦)

অর্থ : তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারতো। বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয়। কিন্তু বক্ষস্থিত হৃদয়টি অন্ধ হয়েছে। (সূরা আল হজ্জ : ৪৬ নং আয়াত)

মুহাম্মদ সা. হৃদপিণ্ড বা অন্তর সম্পর্কে বলেছেন :

اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرَ الْجَسَدِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرَ الْجَسَدِ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ. (بخارى، مسلم)

অর্থ : জেনে রেখো! শরীরের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরো রয়েছে। এটি যদি সুস্থ বা ভাল থাকে, তাহলে সমস্ত শরীর ভাল থাকে। আর এটি যদি অসুস্থ বা অকেজো হয়ে পড়ে, তাহলে সমস্ত শরীর অকেজো বা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। জেনে রাখ? ঐ বস্তুটির নাম হচ্ছে "কলব" বা হৃৎপিণ্ড। (বোখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদের বুকের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ডটি রয়েছে এটি বিশেষ ধরনের মাংসপেশী সমৃদ্ধ একটি পাম্পের মতো বিশেষ যন্ত্র। প্রাণীর জন্মের আগেই গর্ভাবস্থায় তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। জন্মের পরে এটি নিরবচ্ছিন্ন কাজ করতে থাকে। আর এটি স্তব্ধ হয়ে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে, সে আর বেঁচে নেই। হৃৎপিণ্ডের মূলত কাজ হচ্ছে পাম্প করে শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন করা। এ রক্ত সঞ্চালনের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি সরবরাহ করে এবং দূষিত পদার্থসমূহেকে নিষ্কাশিত করে। (আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক শিক্ষা ও চিকিৎসা পৃ. নং : ১৯০, ড. টি, এইচ, ফেরদাউস)

যদি আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি তাহলে চারটি উপকারিতা লাভ করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে :

ক. পূর্বের অনেক জাতি আল্লাহ ও তার প্রেরিত রাসূলগণের কথা অমান্য করায় তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তাদের ধ্বংসাবশেষ আল্লাহ পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন যেমন আরব মরুভূমির দক্ষিণ পশ্চিম অংশে একটি বিরাট মরুভূমি রয়েছে যেটি "রুবউল খালী" অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ শূন্য এলাকা, এই স্থানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি 'আদ' সম্প্রদায় বাস করতো। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের বাড়ী ঘরগুলো 'বালু' দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেখানে বর্তমানে কোন জনবসতি নেই। পবিত্র কোরআনের সূরা আহকাফের ২১ নং আয়াতে 'হূদ আ. এর জাতির লোকদের ধ্বংসের কথা তুলে ধরা হয়েছে'। অপরদিকে 'মৃত সাগর' টি আগে সমতল ভূমি ছিলো। লূত আ. এর জাতির লোকেরা সমকামিতা কাজ করার কারণে 'তাদের ভূমিটিকে উল্টিয়ে' দিয়ে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছেন। সেখানে বর্তমানে 'সাগর সৃষ্টি হয়েছে'। ঐ সাগরে কোন মাছ নেই। এটি জর্ডানে অবস্থিত। এই দৃশ্যগুলো দেখে মানুষ যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।

খ. কিছু মানুষ পৃথিবীতে অন্যায় ও অপরাধ করে, কিন্তু দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে না যেমন চুরি, ডাকাতী, ধর্ষণকারী। পূর্বের জাতির লোকদেরকে এ সমস্ত অপরাধের শাস্তি আল্লাহ দিয়েছেন। আমরাও যেন আগের জাতিগুলোর ন্যায় এ সব অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে না পড়ি যার ফলে যে কোন সময় আল্লাহ শাস্তি প্রদান করবেন।

গ. আবার কিছু লোক বাতিল ধর্ম বিশ্বাস করে কিন্তু অন্য মানুষের চেয়ে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অর্থাৎ আল্লাহর অপছন্দনীয় ধর্মে বিশ্বাসের ফলে তাদের উপর বিভিন্ন সময়ে শাস্তি পতিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ঘ. সর্বশেষ কিছু লোক হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান ইসলামে বিশ্বাস করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়, অত্যাচার, হত্যা ও নির্যাতন করাকে অন্যায় মনে করে। তারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ তাদের কিছু দৃষ্টান্ত আল্লাহ আল-কোরআনে তুলে ধরেছেন। এ সমস্ত লোকেরাই আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি।

অহি নাযিলের দেশে চাকুরী

আমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি কখনো কল্পনাও করনি বিদেশে গিয়ে চাকুরী করবো অথবা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুণ্যতার কথা লিখনীতে তুলে ধরবো। কারণ আমার সম্মানিত পিতা একজন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন খুবই নগণ্য ছিলো। ঐ বেতন দিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর ছিলো।

আব্বার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ায় বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে তিনি আমাকে নিয়ে যেতেন। ঐ সমস্ত মাহফিলগুলোতে সরাসরি কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স নগণ্য পরিমাণে দেখা যেতো; বরং কিসস্া কাহিনী, অলি-আউলিয়ার অলৌকিক ঘটনা ও ফার্সী কবিতার মাধ্যমে মাহফিলকে আকর্ষণীয় করা হতো। ঐ সময় শিরক, বিদয়াত সম্পর্কে কোন ধারণা আমার ছিল না। মাহফিলের সর্বশেষে সম্মিলিত মুনাজাতের মাধ্যমে সোনার মদীনা ও মক্কার কথা তুলে ধরে আলোচকগণ দোয়া করতেন। আরো অনেক চাওয়া ও পাওয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করা হতো। কিন্তু কোরআন বিশুদ্ধ পড়া, অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্যে খুব কম আলোচক আলোচনা করতেন। একদিকে ছোট বয়সে জননীহারা, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মানুষের বাড়ীতে লজিং থেকে লেখাপড়া করা, অপরদিকে ছোট ভাই বোনদের দেখাশুনার জন্য সপ্তাহে বাড়ীতে আসা দরকার মনে করতাম। কারণ বড় ভাইয়ের সাহচর্যে ছোট ভাই বোনেরা অনেক সময় প্রশান্তি মনে করতো। তাই ১৯৯২ সালে আমার আপন মামার সার্বিক সহযোগিতা ও আমার শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্বাবধানে সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আল-কোরআনের ভূখণ্ড' সৌদী আরবে আগমন করি। তারপর মক্কা ও মদীনায় যাওয়ার জন্য সব সময় মনটি আকুল ব্যাকুল করতো, কিন্তু কপিলের অনুমতি ছাড়া এবং জাওয়াজাতের পেপার ছাড়া অন্য অঞ্চলে তখন যাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। দীর্ঘ এক বছর পর কপিল নিজ খরচে হজ্জ করার অনুমতি প্রদান করে। আল-হামদু লিল্লাহ 'মক্কা আল-মোকাররমায় গিয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করে, পরে নির্দিষ্ট দিনে মিনা, আরাফাত এবং

www.pathagar.com

মোযদালিফায় রাত্রি যাপন করে হজ্জের কাজ সমাপ্ত করি। তারপর সোনার মদীনা গিয়ে রাসূলের রওজার সামনে সালাম দিয়ে মনের তৃপ্তি বোধ করি। এরপর হজ্জের কার্যক্রম সমাপ্ত করে আবার কপিলের আস্তানায় উপস্থিত হই। এইভাবে সব সময় মনটি চায় মক্কা ও মদীনায় গিয়ে যিয়ারত করি। কিন্তু চাকুরীর জন্য যাওয়া যায় না। বিশেষ করে পবিত্র মক্কা আল-মোকাররমা এবং মদীনা আল-মোনাওয়ারাতে কোরআন তিলাওয়াত যেন মধুর মনে হতো। কোরআন তিলাওয়াতে অনেক সময় কান্নাকাটি করা হতো, তারাবিহ নামাযটি সরাসরি রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হতো। তখন মনোযোগ সহকারে কোরআন তিলাওয়াত শুনতাম, তখন পুরাপুরি অর্থ ও তাফসীর বুঝতাম না। কিন্তু সৌদী আরবের বিভিন্ন শহরে ইসলামিক গাইডেন্স সেন্টার বা বহিরাগত লোকদেরকে ইসলামের সঠিক তথ্যগুলো তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছে। তাদের কাছেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনেছি। আমাদের মাঝে ইসলামি বই বিতরণ ও ক্যাসেট এবং লিফলেট দেয়া হতো যা পাঠ করে আমাদের দেশের সাথে ইসলামের অনেক কিছু বিপরীত মনে হতো। তখন আসল সত্য কোন্‌টি তা তালাশে 'বইয়ের সন্ধানে' লাইব্রেরীতে যেতাম। এইভাবে সৌদী আরবে এসে জীবনের অনেক ভুল শোধরিয়ে নিয়েছি, যা অন্য কোন দেশে গেলে সম্ভব হতো না।

দীর্ঘ দশ বছর চাকুরী করার পর কোম্পানী থেকে রিজাইন দিয়ে দেশে চলে যাই। কিন্তু দেশের মানুষের চাল-চলন ও ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেনে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আবার পুনরায় আমার এক ভাগিনার সহযোগিতায় ২০০৩ সালে সৌদী আরব আসি। সেখানে ১৯ মাস চাকুরী করার পর বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা অফিসে অনুবাদক হিসেবে চাকুরী শুরু করি। তারপর ২০০৭ সালে রেডিও জেদ্দায় যোগদান করি। সেখানেই গিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে পদার্পণ করি। যার ফলে সেখানেই ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বই লেখার প্রেরণা সেখানেই পাই। যিনি বই লেখার প্রেরণা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন বাংলা বিভাগের সম্মানিত পরিচালক মুহতারাম এ.এন.এম সিরাজুল ইসলাম। তার সার্বিক সহযোগিতায় পরকালের পাসপোর্ট, কান্নার পুরস্কার, হারুত-মারুত, ইয়াজুজ-মাজুজ, আল্লাহর দল ও শয়তানের দল এবং আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়" বইগুলো লেখা সম্ভব হয়েছে। রেডিও-তে চাকুরী করার সুবাদে 'মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ব্রুনাই দারুস সালাম, দুবাই এবং মিসরে সফর করেছি। সেখানের অনেক শিক্ষণীয় তথ্য আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো, যাতে আমাদের জীবনটি কল্যাণকর হিসেবে গড়ে উঠে।

www.pathagar.com

তাহরীর স্কয়ার গণবিপ্লবের উৎস স্থান

তাহরীর শব্দটি আরবী। এর অর্থ হচ্ছে মুক্ত ও স্বাধীনকরণ (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান পৃ. নং ২১১, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান) আর স্কয়ার শব্দটি ইংরেজী। এটির অর্থ হচ্ছে চতুর্ভুজাকৃতি প্রাঙ্গণ। (Oxford Dictionary, Page No : 764 Book House, Dhaka-1100)

তাহরীর স্কয়ার বলতে বুঝায় এমন ময়দান, যা চারদিক থেকে গোলাকার, যে ময়দান থেকে মিসরের জনগণ ব্রিটেনের উপনিবেশ খতম করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো। সেই স্থানটি ছিলো ১৯২২ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী। বিশ্বের দেশগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একমাত্র ব্রিটেন (ইংরেজগণ) বিশ্বের প্রায় চল্লিশের অধিক দেশে উপনিবেশবাদ স্থাপন করে শাসন করতো। তারপর দ্বিতীয় স্থানে ছিলো ফ্রান্স (ফরাসী)। তৃতীয় স্থানে ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)। এরপর আরো বেশ কয়েকটি দেশ উপনিবেশবাদ স্থাপন করেছিলো। তারা ব্যবসা বাণিজ্যের নামে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এ দেশগুলোকে তাদের গোলামীর জিনজিরে আবদ্ধ করেছিলো। ঐ দেশগুলোতে তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতো। ভারতবর্ষে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ (পর্তুগীজ) বণিকগণ প্রচুর পরিমাণে পণ্য সামগ্রী নিয়ে "কালিকট" বন্দরে আগমন করে। এইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু করে। (ইসলামের ইতিহাস পৃ. নং : ৩৪৫, ইসলামিয়া কুতুব খানা, ঢাকা-১১০০)

মিসরকে পিরামিড ও নীল নদের দেশ বলা হয়। ঐ দেশটিতে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে ফরাসীরা মিসর দখল করে। এরপর ৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডার দ্যা গ্রেট ২৫ বছর বয়সে মিসর দখল করে। তারপর টলেমি ডাইনেষ্টি মিসর শাসন করে। ৬৪১ সাল থেকে ১০৫১ সাল পর্যন্ত মিসর আরব খলিফাদের শাসনে চলে আসে। তারপর মিসর তুরস্কের ওসমানীয়া শাসকরা শাসন করে। ১৭৯৮ সাল থেকে ১৮০১ সাল পর্যন্ত মিসরে নেপোলিয়নরা শাসন করে। ১৮০৫ সালে মোহাম্মদ আলী পাশা মিসর শাসন করে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল চালু হওয়ার পর মিসর ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের নজরে পড়ে। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ (ইংরেজগণ) মিসর দখল করে। তবে তুর্কিরা তখনো ব্রিটিশদের নজরদারীতে মিসর শাসন করতো। ১৯১৪ সালে মিসর সরাসরি ব্রিটিশদের দখলে চলে আসে। তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত আইন-কানুন দিয়ে তারা শাসন শুরু

www.pathagar.com

করে, যেমন বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের আইন-কানুনগুলো দিয়ে বিচার করা হয়।

তারা বাহ্যিক দিক দিয়ে মুসলিমদের হিতাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অন্তরে মুসলমানদের ক্ষতির জন্য সব সময় কাজ করতো। যার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধ। মিসরের মোস্তফা কামেল ও মোহাম্মদ ফরিদের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, "যা সা'দ জাগলুলের" মাধ্যমে পরবর্তীতে ইংরেজদেরকে হটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। ফলে ব্রিটিশরা মিসর ছাড়তে বাধ্য হয়। মিসরে অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে, তাদের মধ্যে পিরামিড আকর্ষণীয়। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মিসরের রাজধানী কায়রোর 'জিজা' এলাকায় এখনো দাঁড়িয়ে তা আছে। ত্রিকোণাকার এ পিরামিডের চারপাশে ২৩০ মিটার (৭৫০ ফুট লম্বা) এবং উচ্চতায় ১৪৬ মিটার (৪৮০ ফুট উঁচু) অর্থাৎ : উচ্চতায় প্রায় ৫০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান হবে। এক একটি পাথরের ব্লক এতো উঁচুতে কিভাবে তুললো, অবশ্যই এটি এক বিস্ময়কর। তারপর হচ্ছে নীল নদ যা পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। এই নদীর তীরেই মিসরের প্রাচীন সভ্যতার আবির্ভাব হয়। সেখানেই পর্যটন নগরী 'আসওয়ানে' নীল নদের উপরে সর্বোচ্চ বাঁধ স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে। এরপরে কায়রো জাদুঘর, সেখানে ফেরাউন ও পূর্বের রাজা বাদশাহদের মূর্তি রয়েছে। বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কায়রো শহরে অবস্থিত। ভূমধ্য সাগরের পাড়ে রয়েছে– বিখ্যাত শহর আলেকজান্দিয়া ও পোর্ট সাঈদ। সিনাই উপত্যকায় রয়েছে তুর পর্বত, তীহ ময়দান ও শরম শেখ পর্যটন নগরী। সাথেই রয়েছে সুয়েজ খাল, যা ভূমধ্য সাগরের সাথে সংযুক্ত করে খনন কাজ করা হয়েছে। ২০১১ সালে মিসরের আকর্ষণীয় স্থানগুলোর চেয়ে বিশ্বের জনগণ তাহরীর স্কয়ারের গণবিপ্লবের উৎসের স্থানটি বেশী আকর্ষণীয় মনে করে। এর ফলে ত্রিশ বছরের স্বৈরশাসক হোসনি মোবারককে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলো। সুতরাং যালেমের বিরুদ্ধে মযলুমের ঐতিহাসিক বিজয়ের স্থান হচ্ছে তাহরীর স্কয়ার। (মিসরের ইতিহাস ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৩ শে আগষ্ট, ২০১২, ইতলাস আল-মাদরাসী।

www.pathagar.com

আন্দোলনে উত্তাল তাহরীর স্কয়ার

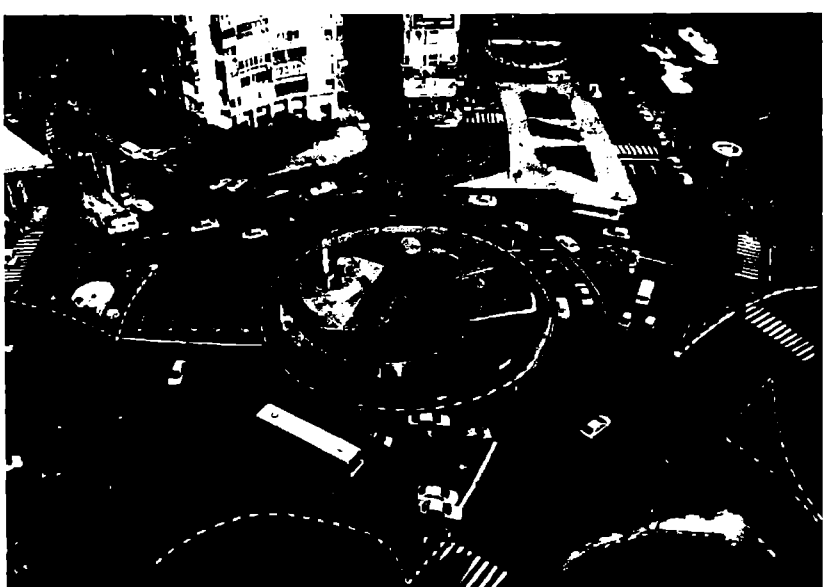

এই হচ্ছে তাহরীর স্কয়ারের চিত্র।

www.pathagar.com

মিসরীয়দের আন্দোলন

তিউনেশিয়ায় এক যুবক বেকারত্বের অভিশাপে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়ায় জয়নাল আবেদিন (বিন আলীর) সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণে তিউনেশিয়ার জনগণ বিন আলীর পদত্যাগ দাবী করেন। জয়নাল আবেদিনের সরকার বিক্ষোভকারীদের দাবীর মুখে পদত্যাগ করে। ১৪ই জানুয়ারী, ২০১১ সালে সে সস্ত্রীক সৌদী আরবে আশ্রয় নেয়। এই ঘটনাকে পুঁজি করে মরক্কো, মিসর, ইয়ামেন, বাহরাইন, লিবিয়া, জর্ডান এবং সর্বশেষ সিরিয়ায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সমস্ত আরব দেশের বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ছিলো দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমাধান না করা। হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ঐ সমস্ত দেশের সরকারের পদত্যাগ দাবী করে। ফেসবুকের মাধ্যমে তরুণরা এই বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে।

বিগত ২৫শে জানুয়ারী, ২০১১ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোর প্রসিদ্ধ স্থান 'তাহরীর স্কয়ারে' কয়েক হাজার লোক বিক্ষোভ করে। তারা ব্যাপক দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ২৮শে জানুয়ারী থেকে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজে কারফিউ জারী করে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। কারফিউ উপেক্ষা করে বিক্ষোভকারীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২ ফেব্রুয়ারী মোবারকপন্থীরা বিক্ষোভকারীদের উপরে আক্রমণ চালায়। সমস্ত রাত তাহরীর স্কয়ারে সংঘর্ষ চলে। এরপর ৪ ফেব্রুয়ারী বিশাল জনতা 'তাহরীর স্কয়ার' পুনরায় তাদের দখলে আনে। মোবারকপন্থীরা দৃশ্যপট থেকে সরে যায়। মোবারকের কোন আশ্বাস বিক্ষোভকারীরা গ্রহণ না করে পদত্যাগের আহ্বান জানায়। সর্বশেষ ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ সালে ১৮ দিনের বিক্ষোভের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলাইমান ঘোষণা দেন যে, হোসনি মোবারক পদত্যাগ করবেন। এই ঘটনার পর তাহরীর স্কয়ারে সমবেত লক্ষ জনতা আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। এর পূর্বেই হোসনি মোবারক লোহিত সাগরের অবকাশ কেন্দ্র শরম আল শেখ এ সপরিবারে পাড়ি জমিয়েছেন। যে তিউনেশিয়ায় আন্দোলন শুরু হয়েছিলো সে দেশে ২৩ অক্টোবর, ২০১১ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়। তাতে 'আল-নাহদা' ইসলামী দল বিজয়ী হয়। অনুরূপ মরক্কোতে ২৫শে নভেম্বর, ২০১১ সালে নির্বাচন হয়। তাতে জাষ্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট (পিজেডি) ৮০টি আসন লাভ করে পার্লামেন্টে বৃহত্তম দলের স্বীকৃতি পেয়েছে। দীর্ঘ ৬০ বছরের অধিককাল ধরে মিসরের ইখওয়ানুল

www.pathagar.com

মুসলেমিন বা ব্রাদার হুড অবৈধ ছিলো। উপনিবেশবাদ বিরোধী ও নিয়মতান্ত্রিক এবং অহিংস আন্দোলন হিসেবে ১৯২৮ সালে ব্রাদার হুডের যাত্রা শুরু হয়। ব্রাদার হুডের প্রতিষ্ঠাতা "হাসান আল-বান্না" ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত লেখালেখীর মাধ্যমে উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো ক্রমশঃ সংস্কার এবং জনশিক্ষা ও সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে মিসরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দখলদার ব্রিটিশদের ইঙ্গিতে ১৯৪৯ সালে হাসানুল বানা আততায়ির হাতে শাহাদাত বরণ করেন। ১৯৫৩ সালে মিসরকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয়ার পর অনেক শাসক দেশ শাসন করেছে, তারা কেউ নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলো না। বাদশা ফারুকের পর সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৫২ সালে মিসরের ক্ষমতায় আসে "জামাল আবদুল নাসের"। ১৯৫৬ সালে তিনি মিসরের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭০ সালে জামাল আবদুল নাসের হার্ট এটাকে মৃত্যুবরণ করার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট হন। তারপর ১৯৮১ সালে আনোয়ার সাদাত আততায়ির হাতে নিহত হন। এই হত্যার জন্য মুসলিম ব্রাদার হুডকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। এর আগে থেকে ব্রাদার হুডের উপর নির্যাতন এবং শত শত নেতা কর্মীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং হাজার হাজার নেতা কর্মীদেরকে কারাগারে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। হোসনি মোবারক সেই সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সে হাঁ-না ভোটের মাধ্যমে মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। কিন্তু ইসলামপন্থীদের উপরে আক্রমণ, নির্যাতন, হত্যা, পূর্বের শাসকদের পথ অনুসরণ করে হোসনি মোবারক সরকার। আর ব্রাদার হুডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছিলো। ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে হোসনি মোবারকের পদত্যাগের পর 'ব্রাদার হুড' দীর্ঘ ৮৪ বছরের পর আত্মপ্রকাশ করেছে। এদিকে তিউনেশিয়া ও মরক্কোয় ইসলামপন্থীদের বিজয়ের কারণে মিসরের ব্রাদার হুড সংগঠনটির ক্ষমতায় আসার সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল। এরপর মিসরের অন্তর্বর্তী সরকার ২৮ ও ২৯ শে নভেম্বর পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দেয়। ঐ নির্বাচনে ব্রাদার হুডের নতুন দল ফ্রিডম এণ্ড জ্যাষ্টিস পার্টি ৪১ টি আসনে বিজয়ী হয়।

মিসরের পার্লামেন্ট নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর অনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কামাল গানজুরি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করায় পরিস্থিতি আরো অবনতি হয়। ইসলামপন্থী ব্রাদার হুড ও হিযবুন নুর সহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো যেন সরকার গঠন করতে না পারে মিসরের সেনাবাহিনী ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

বিগত ২৩ ও ২৪ শে মে, ২০১২ সালে মিসরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। বিভিন্ন প্রার্থী দলীয়ভাবে মনোনয়ন জমা দেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন

www.pathagar.com

দশ প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট পদে অযোগ্য ঘোষণা দেন। তাতে মুসলিম ব্রাদার হুড নেতা খাইরাত আল-সাতের, বিশিষ্ট আইনজীবী হাযেম তাবু ইসমাইল ও হোসনি মোবারকের গোয়েন্দা প্রধান ওমর সোলাইমানসহ আরো সাত জন বাদ পড়ে যান। তবে ওমর সোলাইমানকে নির্বাচন কমিশন পুনরায় যোগ্য ঘোষণা প্রদান করেন।

মুসলিম ব্রাদার হুডের পক্ষ থেকে নতুন করে প্রার্থী হন ড. মুহাম্মদ মুরসি। তার মার্কা ছিলো দাঁড়িপাল্লা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ড. মুহাম্মদ মুরসি ধর্ম নিরপেক্ষ প্রার্থী আহমেদ শফিকের চেয়ে বহু সংখ্যক ভোটে অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু কোন প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট না পাওয়ায়, আবারো ২য় দফা নির্বাচনের তারিখ ১৬ ও ১৭ই জুন, ২০১২ নির্ধারণ করে নির্বাচন কমিশন। ২৪ জুন, ২০১২ সালে নির্বাচন কমিশন ড. মুহাম্মদ মুরসিকে বিজয়ী ঘোষণা করে। এই ঘোষণার পর পরই তাহরীর স্কয়ারের জনগণ আনন্দ ফূর্তি করতে থাকে। ২৫শে জুন, ২০১২ বিশ্বের সকল পত্রিকায় তাহরীর ময়দান বিজয় ও মুরসি মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেছে। মিসরের সেনাবাহিনী অনেক চেষ্টা করেছিলো, আহমদ শফিককে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেয়ার কিন্তু মিসরের তাহরীর স্কয়ারের লক্ষ লক্ষ বিক্ষোভকারীর কারণে ড. মুহাম্মদ মুরসিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় নির্বাচন কমিশন। যদিও ড. মুহাম্মদ মুরসি বিপুল ভোট পেয়ে আহমদ শফিকের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে ড. মুহাম্মদ মুরসি বিজয়ী হওয়ার সংকেত বুঝতে পেরে ক্ষমতাসীন সুপ্রিম কাউন্সিল অব আর্মড ফোর্সেস (স্কাফ) নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে মিসরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। এর ফলে মুসলিম ব্রাদার হুডের বিজয়ী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসির ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলো। এর পূর্বে আদালত মিসরের পার্লামেন্ট বাতিল করে রায় দেয়। এ সমস্ত ঘটনাকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান বলে ব্রাদার হুড মন্তব্য করে।

৩০ জুন, ২০১২ সালে ড. মুহাম্মদ মুরসি মিসরের প্রধান বিচারপতি ফারুক সুলতানসহ কোর্টের অন্যান্য বিচারপতির কাছে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ বাক্য পড়েন। তারপর তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেই অনুষ্ঠানে সেনা প্রধান হাসান তানতাবী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী কামাল গানজুরিসহ পূর্বের সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এরপর ড. মুহাম্মদ মুরসি তাহরীর স্কয়ারে লক্ষ লক্ষ জনতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার গায়ে পরিহিত জ্যাকেট খুলে ফেলে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন : তার শরীরে কোন

www.pathagar.com

বুলেট প্রুফ জ্যাকেট" নেই, তিনি বলেন আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না। (দৈনিক আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, ইনকিলাব ও সোনার বাংলা ডট কমের ব্লগ থেকে সংগৃহীত)

প্রেসিডেন্ট ড. মুহাম্মদ মুরসি প্রেসিডেন্টের শপথ নেয়ার পর সর্বপ্রথম সৌদী আরবে আসেন। তিনি খাদেমুল হারামাইন শরীফাইনের আমন্ত্রণে বিগত ১১ জুলাই, ২০১২ সালে সৌদীতে আসেন। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন ও যুবরাজ সালমান বিন আবদুল আজিজের সাথে তিনি বৈঠক করেন। এরপর তিনি মক্কা আল-মোকাররমায় ওমরা পালন ও মদীনা আল -মোনাওয়ারা রাসূলের রওজায় গিয়ে যিয়ারত করেন। এই পুণ্য কাজটি সমাপ্তের মাধ্যমে তিনি সৌদী আরব সফর শেষ করেছেন। (দৈনিক আল মদীনা, ১২ জুলাই, ২০১২ ইং)

রমযান মাসে ইফতারীর সুযোগে মিসরের রাফাহ চেক পয়েন্টে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ১৬ মিসরীয় সীমান্তরক্ষী নিহত হওয়ার পর সেনাবাহিনীর প্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল হোসাইন তানতাবী ও নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর প্রধানকে বরখাস্ত করেন ড. মুহাম্মদ মুরসি। ফলে লক্ষ লক্ষ মিসরী ১২ই আগষ্ট ২০১২, তাহরীর স্কয়ারে আনন্দ উৎসব করে। এর ফলে মোবারকের দোসররা ক্ষমতা থেকে বিদায় হলো। (দৈনিক আমার দেশ : ১৩ই আগষ্ট, ২০১২)

তাহরীর স্কয়ারে বিপ্লবী ঘোষণা

তাহরীর স্কয়ার থেকে যেভাবে মিসরের জনগণ ব্রিটিশদেরকে বিতাড়িত করেছিলো, তেমনি ২০১১ সালে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মাধ্যমে স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের ৩০ বছরের শাসনের অবসান ঘটানো হয়েছিলো। অনুরূপ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা না দেয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃ. নং ২৭, মেজর (অব:) এম, এ, জলিল)

মানুষ কখন দেশ স্বাধীন বা বিক্ষোভ আন্দোলন করে? যখন দেশের শাসকগণ জনগণের উপরে অত্যাচার, নির্যাতন চালায়। দেশে অভাব-অনটন, হতাশা দেখা দেয় এবং মানুষ অবহেলিত এবং নিগৃহীত হয়, তখনই বিক্ষোভ প্রতিবাদ করতে থাকে। এরপরে মানুষ বৃহত্তর আন্দোলন ও সংগ্রামের পথে পা বাড়ায়। শাসক

www.pathagar.com

গোষ্ঠী আন্দোলনকে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে আরো কঠোর নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। ফলে কাউকে হত্যা, আবার কাউকে গ্রেফতার করে নির্যাতন, আবার কাউকে গুম করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়। এর মাধ্যমে আন্দোলন স্তব্ধ করতে প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অসংখ্য অপরাধ করার পরও পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে বন্ধ করতে পারেনি। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের বিনিময়ে "বাংলাদেশ" নামক দেশটির আবির্ভাব হয়েছে। সেই স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দল বিশেষের নয়, বরং এ গৌরবের অংশীদার সমগ্র জাতি। (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃ. নং ১৮, মেজর (অব:) এম, এ, জলিল)

বর্তমানে কোন কোন দল নিজদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব অর্জনের দল বলে প্রচার করছে, অথচ মুক্তিযোদ্ধারা তার বিরোধিতা করে সমগ্র জাতির গৌরবের কথা তুলে ধরেছেন।

তাহরীর স্কয়ারের জনগণ যে বিপ্লবী ঘোষণার মাধ্যমে ত্রিশ বছরের স্বৈরশাসকের পতন ঘটিয়েছে সেই তাহরীর স্কয়ারটি স্বচক্ষে দেখতে মনে ইচ্ছা জাগলো। তাই ২৭ মার্চ, ২০১২ সালে সৌদী আরবের "মদীনা আল-মোনাওয়ারাহ" থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে সাবেতকো বাসে রওয়ানা হলাম। তাছাড়া মিসর সম্পর্কে আল্লাহ আল-কোরআনে যে তথ্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সা. হাদীসে "মিসর" সম্পর্কে যা তুলে ধরেছেন, ঐ ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে "মিসরে" রওয়ানা হলাম। বাসটি "আদ দোবা" সমুদ্র বন্দরে আমাদেরকে নামিয়ে দিলো। পরে আমি অসংখ্য মিসরীদের সাথে জাহাজে উঠলাম। কিন্তু জাহাজের মধ্যে অসংখ্য লোকের মধ্যে এমন কয়েকজন মিসরীর দেখা হলো যারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করে সময়কে অতিবাহিত করছে। তাদের সাথে সময়টি ব্যয় করা সমীচীন মনে করলাম। তারা আমাকে পেয়ে আরো আনন্দিত হলো। মিসরে কেন যাচ্ছি, আমি তার কারণগুলো তাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম, এই কথাগুলো তারা ভিডিও করে রেখেছে।

লোহিত সাগরের বুক চিরে আমাদের জাহাজটি অপর পাড়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। সাগরের দৃশ্য কতো যে আনন্দদায়ক, তা ভ্রমণকারীরা বলতে পারে। ভোর হওয়ার আগেই আমরা মিসরের 'সাফাজা' বন্দরে এসে পৌছলাম। তারপর আমাদের জন্য আরেকটি বাস অপেক্ষা করছে, সেখান থেকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। লোহিত সাগরের পাড় দিয়ে রাস্তা বানানো হয়েছে, এতে

www.pathagar.com

সাগরের দৃশ্য দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। মিসর সরকার সাগরের পাড়ে পাড়ে অসংখ্য ঘরবাড়ী বিনোদনের জন্য বানিয়ে রেখেছে। পর্যটকগণ ঐ সব স্থানে রাত্রি যাপন করেন এবং সাগরের মধ্যে স্পীড বোর্ডে চড়ে আনন্দ ফূর্তি করেন। তাছাড়া "আইনুস সুখনা" এলাকায় শত শত পাখাবিশিষ্ট খুঁটি রয়েছে, যা সাগরের বাতাসের সাহায্যে ঘোরে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আমাদের দেশে পর্যটকদের জন্য উন্নত ধরনের ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। এমনকি বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে আমাদের দেশের সরকারগণ অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে, কিন্তু এর কোন সমাধান হচ্ছে না। তাই এই রকম প্রকল্প গ্রহণ করলে মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

আমাদের বাসটি কায়রো শহরে প্রবেশের একঘন্টা পূর্বে মিসরী ঐ বন্ধুদের একজন বাসের যাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বললো "ইয়া জামায়া" হে যাত্রী ভাইয়েরা; আমি কিছু কথা বলতে চাই। তোমরা কি আমার কথাগুলো শুনবে? সকল যাত্রীরা তাকে কথা বলতে অনুমতি দিলো। তখন ঐ লোকটি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো আমরা কিছু সময়ের পরেই আপন আত্মীয় স্বজনদের কাছে পৌছে যাবো। সৌদী আরবে আমরা পর্দাশীল মহিলা দেখেছি, আমাদের দেশে খুব কমই তা দেখতে পাবো। তবে তোমরা নিজের চক্ষুকে হেফাযত করবে। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে ছুটির সময়টি কাটাবে। আল-কোরআন নাযিলের দেশ থেকে যে শিক্ষা নিয়ে এসে, তা নিজ পরিবার ও সমাজের লোকদের কাছে তুলে ধরবেন। তাহলে আমরা পরকালের জবাবদিহিতা থেকে বাঁচতে পারবো। এ ছাড়া আরো অসংখ্য দ্বীনি উপদেশ বাসের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন। তারপর সে আলোচনা শেষ করলে, সকল যাত্রীরা তাকে "জাযাকাল্লাহ" অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান প্রদান করুক– এই দোয়া করলেন। আমি দেখতে পেলাম কোন যাত্রী তার আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করেনি। সকল যাত্রী তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছেন।

এই আলোচনার আলোকে আমাদের বাংলাদেশের বাসের একটি চিত্র তুলে ধরছি। আপনি যদি লম্বা সফরের বাসগুলোতে উঠেন, ড্রাইভারের পেছনে, মাথার উপরে একটি টিভি থাকে। তাতে যাত্রীদেরকে হিন্দি ফিল্ম এবং অশ্লীল ও উলঙ্গ মহিলার দৃশ্য যাত্রীদেরকে প্রদর্শন করা হয়। তা বন্ধ করতে বললে বেশীর ভাগ যাত্রী তা দেখার পক্ষে রায় দিলে তা প্রদর্শন করা হয়। যদি বাসে টিভি না থাকে, তাহলে ভালবাসার ক্যাসেট লাগিয়ে যাত্রীদেরকে শুনানো হয়। বাসের যাত্রীরা কোরআন ও হাদীসের বাণীগুলো এবং উপদেশমূলক কোন কথা শুনবে কিনা আমার সন্দেহ

www.pathagar.com

হয়। আবার আলোচনা করতে চাইলে কেউ কেউ বাধা প্রদান করে। অথচ আমাদের দেশে ৯০% মুসলমান আছে বলে দাবী করি। সে দেশের প্রতি আল্লাহ কিভাবে করুণা করবেন? যারা কোরআনের কথাগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরতেন, যাদের আলোচনা শুনে মানুষের চরিত্র ভাল হতো, বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাদেরকে মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এই কথাগুলো আমার নয়, উইকিলিসের তথ্যে তা উঠে এসেছে। তা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ ইস্যু। ২৮ শে অক্টোবর, ২০০৬ সালে লগি বৈঠা দিয়ে কারা ইসলামপন্থী দলের ৫ কর্মীকে হত্যা করেছে, তা উইকিলিস ফাঁস করেছে। (দৈনিক আমার দেশ ১৬ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

৩০ শে মার্চ, ২০১২ সালে বিকেল ৫টায় কায়রো শহরে এসে পৌছেছি। বাসষ্ট্যান্ড থেকে একটি ট্যাক্সি করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি আবাসিক হোটেলে উঠি। মাগরিবের নামায মসজিদে হোসাইনিতে পড়ি। আর এশার নামায আল-আজহার জামে মসজিদে আদায় করার পর তাহরীর স্কয়ারের উদ্দেশ্যে হেঁটে রওয়ানা হই। ট্যাক্সিতে গেলে ৫/১০ মি. মধ্যে তাহরীর স্কয়ারে পৌছা যায়। কিন্তু কায়রো শহরে রাতের বেলায় ব্যবসা বাণিজ্য, তাদের জীবন যাত্রা, রাস্তাঘাটগুলো কেমন? নিজ চোখে দেখার উদ্দেশ্যে হেঁটে রওয়ানা হলাম। যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলে বলে দেয় এই দিক গেলেই তাহরীর স্কয়ার।

তারপর ১৫/২০ মি. হাঁটার পর সেই বিপ্লবী তাহরীর স্কয়ারে উপস্থিত হই। তাহরীর স্কয়ারের চারদিকে হাঁটলাম, কিছু ফটো তুললাম। তাহরীর স্কয়ারের মধ্যখানে কিছু স্থান উঁচু, তাতে কিছু তাঁবু দেখতে পেলাম। তারা ফেরিওয়ালা বিভিন্ন মাল বিক্রি করছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের কোন তাঁবু, তাহরীর স্কয়ারে দেখতে পেলাম না। তাহরীর স্কয়ারের দুই দিকে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখতে পেলাম। আর অন্য দুই দিকে সরকারী মন্ত্রণালয়, তাতে সেনাবাহিনীর টহল দেখতে পেলাম। যেই তাহরীর স্কয়ারে লক্ষ লক্ষ লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলো, যার ফলে বিশ্বের জনগণ মিসরের তাহরীর স্কয়ারের নাম জানতে পারলো, সেই ময়দানে আমি এসে উপস্থিত। এখান থেকেই ব্রিটিশদেরকে উৎখাত করে স্বাধীন করা হয় মিসরকে। তদ্রূপ, হোসনি মোবারকের পতনের বিপ্লবী স্থান ছিলো তাহরীর স্কয়ার, অনুরূপ বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দান, যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (শিশুপার্ক) নামে ঢাকায় পরিচিত। সেই ময়দান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিলো। কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে স্বাধীনতা বিরোধী বলে কিছু দল বা ব্যক্তিকে গালি দেয়া হচ্ছে। কারা

www.pathagar.com

স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলো, কেন করেছিলো? তার উত্তর পেতে চেষ্টা করেছি। কারণ, ১৯৭১ সালে আমার বয়স ৩/৪ বছর। সে সময় পাঞ্জাবীরা আমাদের দেশে এসেছে এই সমস্ত কথাগুলো মাতা পিতার কাছে শুনতাম। অন্যকিছু জানতাম না। তাই যারা সামনা-সামনি পাকিস্তানী সেনাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং সেক্টর প্রধান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তাদের মনের কথাগুলো বই আকারে পেয়ে আমি অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি। স্বাধীনতার বিরোধিতা কারা করেছিলো এ সম্পর্কে অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা বইয়ে লেখক (অব:) এম, এ জলিল লিখেন, ২৫ শে মার্চের সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারলো? কোন সাহসে কিংবা কোন আস্থার উপর ভর করেই বা তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটাই ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর আশংকা এবং অনুমান সত্য ছিলো? তাদের শংকা এবং অনুমান যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে দেশ প্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা, না রাজাকার আল-বদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উদঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের মীমাংসা, কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করবে অর্থাৎ ভারতের আধিপত্য থেকে বাঁচার লক্ষ্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরোধিতা করেছিলো ইসলামপন্থী দলগুলো। জনগণ এখন বুঝতে পেরেছে ভারত আমাদের কেমন বন্ধু?

৩১ শে মার্চ, ২০১২ সালের সকালে ফেরাউনকে দেখার জন্যে রওয়ানা হলাম। বাস দিয়ে "৬ই অক্টোবর" ব্রিজের কাছে নামলাম। সাথেই নীল নদ। যাকে আল্লাহর রাসূল জান্নাতের নদী বলে উল্লেখ করেছেন। নদীর পাড় থেকে নীচে নামলাম। তাতে হাত, মুখ ধৌত করে একটু পানি পান করলাম। সেখানের একটি ছবি তুললাম। তারপর একটু দূরে মিসরের জাদুঘর। সেই জাদুঘরের মধ্যেই ফেরাউনের লাশ রয়েছে। প্রথমে ৬০ পাউণ্ড দিয়ে টিকেট কাটলাম। কিন্তু জাদুঘরের মূল ফটকে আমার ক্যামেরা নিতে বাধা প্রদান করায় ভেতরে নিতে পারেনি। কোন পর্যটককে ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না, এটি তাদের নিষেধাজ্ঞা।

জাদুঘরের নীচ তলায় অনেকগুলো মূর্তির ছবি দেখলাম, কিন্তু ফেরাউনের লাশ কোথায় প্রশ্ন করলে বলে দোতলায়। দোতলায় সকল দিক দিয়ে ফেরাউনের

www.pathagar.com

সেনাদের লাশ দেখতে পেলাম, সেগুলোকে বিভিন্ন পন্থায় রাখা হয়েছে। কোথায় ফেরাউন? তারপর দোতলায় একটি কোণে গেইট আছে। সেখানের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় ফেরাউন? তখন ঐ লোকটি বললো। এখানে একশত পাউণ্ড দিয়ে টিকেট ক্রয় করো। তারপর ফেরাউনকে দেখা যাবে। তারপর আবার একশত পাউণ্ড দিয়ে টিকেট কাটলাম। তারপর আমাকে একটি গেইট দিয়ে ফেরাউনকে দেখার জন্যে যেতে দেয়া হলো।

আমি দেখলাম, একটি বড় রুমের মধ্যে ১২ টি লাশ। সেই মমিগুলোর গায়ে তাদের পরিচয় লিখা আছে। ফেরাউনকে "২য় রামসিস" বলা হয়। আমি নিজ চোখে ফেরাউনকে দেখলাম। সে আমাদের মতো লম্বা একজন মানুষ। তার হাত ও পায়ের নখগুলো এখনো তাজা মনে হলো। মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। বর্তমানে চুলের মধ্যে খেজাব দিয়ে রঙ্গিন করে রাখা হয়েছে। এক হাতের উপর অন্য হাত বুকের উপরে রাখা হয়েছে। চামড়াগুলো হাড্ডির সাথে লেগে গেছে। বক্ষ থেকে পা পর্যন্ত কাফনের কাপড়ে তাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। তার সাথে তার পিতা ও আরো কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের 'মমি' রাখা হয়েছে।

ফেরাউনের লাশ দেখার পর আমার ঘৃণা জন্মেছে "সাড়ে তিন হাত লম্বা মানুষটি" আল্লাহ তা'য়ালার সমকক্ষ দাবী করেছে। অথচ তাকেই আল্লাহ বানিয়েছেন। তার লাশ থেকে পৃথিবীর অহংকারী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানদের এই শিক্ষা নেয়া উচিৎ যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও সত্যিকার মুসলিমদের উপরে ইচ্ছা করে আক্রমণ, নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড চালাবে, আল্লাহ ফেরাউনের মত শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধানদের এইভাবে অপমানিত করবেন। যেমন বিশ্বের একজন রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতা শেষ করার পূর্ব মুহূর্তে সাংবাদিকের জুতা নিক্ষেপের মাধ্যমে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, যা আমরা বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে প্রদর্শিত হতে দেখেছি। মানুষের উপর যুলুম করলে আল্লাহ মযলুমের দোয়া কবুল করেন। তখন আপন লোকেরাই ঐ সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের অসৎ চরিত্রগুলো বই আকারে প্রকাশ করে জন সম্মুখে তুলে ধরেন। যারা মানুষ হত্যা করাকে ভালবাসেন, তাদেরকে আল্লাহ ঐ প্রিয় জিনিসটি দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করেন। আর যারা ভয় করেন যে ফোরাতের তীরে একটি কুকুর না খেয়ে মারা গেলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে। সেই জন্য অশ্রু ফেলে ঐ রাষ্ট্রপ্রধান কাঁদেন। সেই রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জনগণ দোয়া করেন, অনুরূপ "ব্রুনাই" দারুস সালাম' দেশের সুলতানের জন্য দেশের ইমাম ও জনগণ নামাযের পরে দোয়া করেন। তখন আল্লাহ ঐ রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও সম্মান

www.pathagar.com

দুনিয়াতে বাড়িয়ে দেন। জনগণ ঐ রাষ্ট্রপ্রধানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। সে দেশে আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হতে থাকে।

১৯৫৭ সালে "মালয়েশিয়া" ব্রিটেনের উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি লাভ করে দেশটি বর্তমানে একটি উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিগত ৩১শে জুলাই, ২০১০ সালে মালয়েশিয়ায় ভ্রমণে গিয়েছিলাম মাহাথির মুহাম্মদের উন্নয়নের কার্যাবলীগুলো স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে। কুয়ালালামপুর থেকে বাসে করে সিংগাপুর যাওয়ার পথে অসংখ্য "পামওয়েলের" বাগান দেখতে পেলাম। তাদের কোন যমীন 'খালি দেখতে পেলাম না। শহরের বাহিরের মহাসড়কগুলো প্রশস্ত। তাতে আসতে, যেতে টোল দিতে হয়। বিভিন্ন কোম্পানী তা তৈরী করেছে বিধায় টোল আদায় করে। তাদের নারী-পুরুষ সবাই কাজ করে। সামান্য পয়সা হলে রাস্তার পাশেই পানীয় ও নাস্তা জাতীয় খাদ্য বিক্রি করে। 'মালয়েশিয়া" দেশটি দুইটি ভূখণ্ডে বিভক্ত। রাজধানী কুয়ালালামপুর পশ্চিম অংশ। আর "সাবা ও কোচিং সরওয়াক" আরেকটি ভূখণ্ড, যা রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পূর্বে চীন সাগরের পাড়ে অবস্থিত।

আমার মনে হলো পশ্চিম পাকিস্তানও পূর্ব পাকিস্তানের মতো পৃথক ভূখণ্ড। দীর্ঘ ৫৫ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে মালয়েশিয়া ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পূর্ব মালয়েশিয়ার জনগণ কখনো পৃথক বা স্বাধীন হওয়ার জন্য বিক্ষোভ করেনি। তার কারণ, সে দেশের সরকার জনগণের জান, মাল এবং সকল নাগরিকদের প্রাপ্য অধিকার পূরণ করে বলে তারা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না। যদি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ আমাদের (পূর্ব পাকিস্তানের) নাগরিকদের সকল অধিকার পূরণ করতো, তাহলে আমরা বৃহৎ রাষ্ট্রের অধিকারী থাকতাম। কিন্তু, পাকিস্তানীরা আমাদেরকে স্বাধীন হতে বাধ্য করেছে'। বিগত ৫ই আগষ্ট, ২০১০ সালে 'কুয়ালালামপুর' থেকে ব্রুনাই দারুস সালামের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর 'বন্দর সেরি বাগওয়ানে' রাত ১১ টায় অবতরণ করি। আমি একা, আমার কোন পরিচিত লোক ব্রুনাইতে নেই। ছাত্র জীবনে অনেক বন্ধু বান্ধব 'ব্রুনাইতে' গেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সকল যাত্রীরা তাদের পরিচিত লোকদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও বিমানবন্দরে একজন বাংলাদেশী পেলাম না। তবে একজন ইণ্ডিয়ান নাগরিক পেলাম, সে তার বসের জন্য অপেক্ষা করছে।

শেষ পর্যন্ত ব্রুনাইর 'এক ট্যাক্সি চালক' আমাকে ভরসা দিয়ে বললো ভয় করো না, আমি মুসলিম। তুমি কোথায় যেতো চাও? আমি তাকে বললাম "বন্দর" বাস

www.pathagar.com

স্ট্যাণ্ডের কাছে কোন একটি হোটেলের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। সে আমাকে বললো আমি তোমাকে বন্দর বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একটি ভাল হোটেলে তুলে দেবো। বাস্তবিকেই এই গভীর রাতে সে আমাকে হোটেলের ব্যবস্থা করে দিয়ে বললো "তোমার কোন প্রয়োজন হলে" আমার এই নম্বরে ফোন করো। যে দেশের ট্যাক্সি চালক একজন বিদেশী পর্যটককে গভীর রাতে হোটেলের ব্যবস্থা করে দিলো, সে দেশের মানুষগুলোর চরিত্র কতো উত্তম, বুঝতে বাকী রইলো না।

বাংলাদেশের একটি দৃশ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। ১৯৯২ সাল থেকে শুরু করে ২০১২ সালে পর্যন্ত অসংখ্য বার ঢাকা বিমান বন্দরে (বর্তমানে শাহজালাল বিমান বন্দর) অবতরণ করেছি। বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সির ডাইভারগুলো অনেক নিশ্চয়তার কথা বলে যাত্রীদেরকে আকর্ষণ করে। সম্ভবতঃ ১৯৯৭ বা ১৯৯৮ সালে দুই তিন বার ট্যাক্সি চালকদের কার্যাবলী নিয়ে বিব্রত বোধ করি। এয়ারপোর্টের পার্কিং পার হতে কয়েকবার চাঁদা আদায় করা হতো। আবার ঢাকা শহরে কিছু অজানা পথ দিয়ে রওয়ানা হলে সন্দেহ হতো। তারপর ধমক প্রদান করে অমুক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্যে বলা হলে তারা যাত্রীদেরকে আরো বেশী হেনস্তা করতো। পরে এমন সব লোকের কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াতো, যারা গাড়ির যাত্রীদের থেকে চাঁদা কালেকশান করছে। যারা চাঁদা দেবে না, ট্যাক্সি কারের মানি রিসিটটি নিয়ে নিতো। এইভাবে নিজের দেশের যাত্রীদেরকে হয়রানী করা হয়। বিদেশী একজন পর্যটক কিভাবে ঐ দেশে এসে নিরাপদ মনে করবে। "ব্রুনাই বিমান বন্দরের ট্যাক্সি চালক আমার সাথে যে আদর্শ দেখিয়েছে আমরা হলে পর্যটককে হাইজেক করতাম।

ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণা তাহরীর স্কয়ার

মিসরের তাহরীর স্কয়ারে প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে ৩০ বছরের স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের পদত্যাগের কারণে মিসরের জনগণ শুকরিয়া নামায আদায় করেছেন। এর পূর্বে স্বৈরশাসক আনোয়ার সাদাত ইসলামপন্থীদের উপর আক্রমণ ও নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো। এতো কিছুতেও ধৈর্যধারণ করেছিলো ইসলামপন্থী দলগুলো। তারা যুলুমের প্রতিবাদ করতে পারতো না। যারা প্রতিবাদ করতো তাদেরকে গ্রেপ্তার করে বছরের পর বছর জেলে বিনা বিচারে রেখে দিতো। কিন্তু তারা প্রতিবাদ বাহ্যিকভাবে না করে অন্তরালে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। তারা সকল সেক্টরে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্যে কাজ

www.pathagar.com

করেছেন। ফলে তারা শুধু ইমাম ও মোয়াযযিন, আলেম বা নামাযীদের সমর্থন নয়, বরং ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজীবী, কৃষক, শ্রমিক, মা-বোন, শিক্ষক-ছাত্র, ছিন্নমূল মানুষের মাঝে সর্বত্র কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ষাট বছরে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছেন সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা হাতে নিয়েই এই বিপ্লবের জন্য কাজ করেছেন। বর্তমানে মুসলমানরা যেন ঐক্যবদ্ধ না থাকে, সেই জন্য অমুসলিমদের সাথে সাথে মুনাফিক সম্প্রদায় সব সময় কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দলাদলি সৃষ্টি করে একজনকে অন্যের শত্রু বানানো হচ্ছে। এই সুযোগে তারা মুসলমানদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে ঐ জিনিসগুলোতে হামলা চালাচ্ছে। ইরাকে ও পাকিস্তানে শিয়া ও সুন্নী বিরোধ সৃষ্টি করেছে, তারা একে অন্যের উপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মধ্যে কেউ লাহোরের ইসলাম ও দেওবন্দের ইসলাম নিয়ে একে অন্যকে কটাক্ষ করে এবং একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই সুযোগে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো একদলের উপর নির্যাতন চালালে, অন্যদল আনন্দ ফূর্তি করে। যদি সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাকতো, তাহলে বিরোধী শক্তিগুলো মুসলিম দলগুলোর উপরে আক্রমণ ও নির্যাতন করার সাহস করতো না। আমাদের কারণেই তারা আক্রমণ করার সাহস পেয়েছে। তাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া বর্তমানে সময়ের দাবী।

ছাত্রজীবনে 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি' একটি প্রবন্ধ ডিগ্রি ক্লাসে পড়েছিলাম। তাতে জনসেবার নামে যেভাবে জনগণের সম্পদ ভক্ষণ করা যায় লেখক তাতে তা তুলে ধরেছিলেন। মিসরে দীর্ঘ সেনা শাসকগণ জনগণের সেবা না করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। যার কারণে মিসরের সর্বস্তরের জনগণ স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ইসলামী দলগুলোকে বিপুল ভোটে তারা বিজয়ী করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। মিসরের প্রেসিডেন্ট ড. মুহাম্মদ মুরসি ইসলামপন্থীদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন। এটি ইসলামী আন্দোলনকারীদের প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করতে মুসলিম ব্রাদার হুডের কার্যাবলীগুলো অনুসরণ করলে দেশের জনগণ একদিন ইসলামী দলগুলোকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। কারণ, বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নয়টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। নির্বাচনের আগে দলগুলো অনেক ওয়াদা করেছে, কিন্তু জয়ী হওয়ার পর ওয়াদা খেলাফ করেছে। মানুষ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে অনেক আশার কথা শুনেছে।

www.pathagar.com

তারা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান, আলেম-ওলামাদের উলঙ্গ করে রাজপথে পুলিশের লাঠি পেটা, তাদেরকে জেলখানায় বন্দী, দাড়ি-টুপিধারীদের উপর আক্রমণ, বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল ও চাপাতি মিছিল, রাজপথে নারীর বস্ত্র হরণ, সরকারী কর্মচারীদেরকে দিগম্বর করা, মিডিয়া কর্মীদের হত্যা, মানুষকে ধরে নিয়ে গুম ও হত্যা করে লাশ টুকরা করা, দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে নিজস্ব দলের স্বার্থে ব্যবহার করাসহ আরো অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এগুলোর কোন বিচার আত্মীয় স্বজন পাচ্ছে না। সেই জন-মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-প্রত্যাশা পূরণের জন্যে ইসলামী দলগুলোকে একত্রিত হয়ে একটি প্লাটফর্মে আসা উচিত। তবেই মিসরের প্রেসিডেন্ট মুরসি ও তার দলের মতো আপনাদেরকে একবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে জনগণ দেখতে চায় ইসলাম আসলেই মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে সুখে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে। তবেই আপনারা আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করতে পারবেন। তখন মানুষ আপনাদেরকে সত্যিকার ওয়াদা পালনকারী হিসেবে মনে করবে।

বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের কারণে যে সমস্ত দৃশ্যগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি তা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির লোকদের চরিত্রগুলো সংশোধনের চেষ্টা করলে, সার্বিক দিক দিয়ে উন্নতি সাধিত হবে আশা করছি। সেই জন্য প্রয়োজন সকল পর্যায়ে দ্বীন ইসলামের বাণীগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরা। মিসরের জনগণের মাঝে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে ব্রাদার হুড ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলো কাজ করেছে বলে তারা ইসলামের কথা শুনতে ও মানতে ভালবাসে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন গোপনে কোরআন ও হাদীসের বইগুলো পড়তে হয়? যাদের কাছে কোরআন ও হাদীসের বই পাওয়া যাবে, তাদের উপরে নির্যাতন এবং গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চরিত্র ভাল করার পরিবর্তে অন্য দলের লোকদের বা ছাত্রদের উপরে আক্রমণের জন্য বিভিন্ন অস্ত্র জমা করা হয়। যার কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হল নাকি অস্ত্রাগার শিরোনাম দিয়ে পত্রিকায় ছবি ছাপা হচ্ছে। অন্য দলের লোকদেরকে আক্রমণ করার জন্যে রামদা, হকিষ্টিক নিয়ে পাহারা দিতে দেখা যাচ্ছে পত্রিকায়। (দৈনিক আমার দেশ : ২৬ শে জুন ও ২৮ শে জুন ২০১২ এর পত্রিকার ছবির দৃশ্য)

অপরদিকে, শাসক দল ক্ষমতায় যাওয়ার আগে কোরআন ও হাদীসের বিপরীত কোন আইন করবে না বলে রেডিও, টেলিভিশনে বক্তৃতা প্রদান করে বর্তমানে তারা ওয়াদা খেলাফ করেছে। আল্লাহ তা'য়ালাকে "সৃষ্টিকর্তা অনুবাদ করা

www.pathagar.com

হয়েছে"। সম্পদে নারী পুরুষের সমান অধিকার রেখে নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে ইসলামের বিপরীত কাজ মার্কিন তরুণীর সাথে ডিজির "করমর্দন" করা হচ্ছে। দুর্নীতির কারণে বিদেশী অনেক প্রকল্পের অর্থায়ন বন্ধ করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীকে নিজস্ব বাহিনীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রবাসে আমাদেরকে সব সময় শুনতে হচ্ছে, তোমাদের দেশে কোন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদ উপনেতা হওয়ার মতো লোক নেই? ইসলামের কথা শুনলে অনেকের গাত্রদাহ পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে একজন মুক্তিযোদ্ধা লিখেছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধের পরের ইসলামের মধ্যে হঠাৎ করে এমনকি ঘটে গেলো, যাতে ইসলামের কথা শুনলেই কোন কোন মহল পাগলা কুকুরের মতো চেঁচিয়ে উঠে। (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃ. নং : ২২, ২৩, মেজর (অব:) এম, এ, জলিল)

বাংলাদেশের দুইটি পরিবার ও একজন সেনাপ্রধান দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে দেশ শাসন করেছে। জনগণ অনেক আশা নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর পর এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারের কাছে ক্ষমতার পালাবদল করেছে। কিন্তু দেশের বেকার সমস্যা, বিদ্যুৎ, পানি, দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি, হত্যা, ধর্ষণ, গুম এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাই আর পরিবারতন্ত্র নয়, স্বৈরতন্ত্র নয় এবার আমাদের এমন এক শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসাতে হবে যারা উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধান করে দেশের মান মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ইসলাম মানুষের সকল বিষয়ের সমাধান দিয়েছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণ এমন রাষ্ট্রপ্রধান উপহার দেবে, যারা কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে চল্লিশ বছরের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে, যেমন মিসরের জনগণ ত্রিশ বছরের স্বৈরশাসকের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলিম ব্রাদার হুডকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাই আসুন এই প্রত্যাশা পূরণে সকল পর্যায়ে আমরা কাজ করি। মানুষ একদিন ক্ষমতার পালাবদলে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে গ্রহণ করবে।

ইসলামী আন্দোলনকারীদের উপর নির্যাতন

ইসলামী আন্দোলন বলতে বোঝায় জনগণের দ্বারা সংগঠিত সামষ্টিক প্রচেষ্টা যা সমাজের নেতৃত্বে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে চালিকা শক্তি হিসেবে পুন: প্রতিষ্ঠা করা। যে জন্য মানুষ কর্মতৎপরতা, নিরন্তন কঠোর কর্ম প্রচেষ্টা চালায়।

www.pathagar.com

এর একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। কোনো মানুষের কাছ থেকে পুরস্কারের আশা না করে, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ইসলামী আন্দোলন করা হয়। একজন মুসলিম একদিকে যখন তার ঈমান, অন্যদিকে তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মধ্যে অসঙ্গতি দেখতে পায়, তখনি তার মনের গভীরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এই উপলব্ধির প্রেক্ষিতে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ তার রাসূল ও কোরআনের প্রতি ঈমান, মুসলিম উম্মাহর প্রতি দরদ এবং কর্তব্য পালনে তার নিজের এবং স্বজাতির ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়ে সে স্বত:স্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটিই ইসলামী আন্দোলন। (আধুনিক যুগ : ইসলাম, কৌশল ও কর্মসূচী পৃ. ১৯, প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী)

আদম আ. থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাহাবীগণ সকলেই ইসলামী আন্দোলন করেছেন। তাই তারা একটি সুন্দর সমাজ গড়ার পূর্বে মানুষের মধ্যে একদল সুন্দর মানুষ গড়ার চেষ্টা করেছেন। যাদের চিন্তা-চেতনা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণাকে স্বচ্ছ করে তুলেছে। ফলে ঐ সমাজের মধ্যে ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে গণভিত্তি গড়ে উঠেছে। তখনই ইসলামী আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেছে। যেমন মুহাম্মদ সা. মক্কী জীবনের তের বছরে এইভাবে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেছেন বলেই, আল্লাহ তাকে মদীনায় গিয়ে ঐ লোকদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। যারা মক্কী জীবনে চিন্তার বিশুদ্ধতা সাধন করেছিলেন, তারাই সফলকাম হয়েছেন।

যখন কোন ব্যক্তি এ রকম উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজে কাজ শুরু করেন, তখন ইসলাম বিরোধীরা এবং রাষ্ট্রশক্তি আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে আহত ও হত্যাকাণ্ড চালায়। এতো কিছুর পরেও তারা ইসলামী আদর্শের বিপরীত চলতে অস্বীকৃতি জানায়। যেমন ইমাম হোসাইন ইরাকের কারবালায় আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফাকে (রহ) ইয়াজিদ ইবনু উমার বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেন। কিন্তু আদর্শ বিবর্জিত রাষ্ট্রপ্রধানের বিচারপতি হতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় ১১দিন পর্যন্ত তাকে একশত দশটি চাবুক মারা হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় বাগদাদে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (মাসিক পৃথিবী পৃ. ১৫, সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যা ও 'একমাত্র অহিকে মানতে হবে' পৃ. ৫৫, ৫৭)

ইমাম মালিক বলতেন, জোর করে ক্ষমতা দখল করা বৈধ নয়। ফলে খলিফা মনসুর অসন্তুষ্ট হয়ে ইমাম মালেক (রহ) কে গ্রেপ্তার করে চাবুক মেরেছে। তার হাত এমন শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিলো যে, কনুইয়ের জোড়া শিথিল হয়ে যায়। এই

www.pathagar.com

জন্য বাকী জীবন তিনি দারুণ কষ্ট ভোগ করেছেন। (মাসিক পৃথিবী পৃ. ১৫, সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যা ও 'একমাত্র অহিকে মানতে হবে' পৃ. ৫৫, ৫৭)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ) বলেছিলেন আল-কোরআন সৃষ্ট বস্তু নয়। এটি আল্লাহর চিরন্তন বাণী। খলিফা মামুন তাকে গ্রেপ্তার করে পায়ে শিকল পরিয়ে হাজির করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে খবর আসলো খলিফা মামুন মারা গেছে। তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ ইমাম আহমাদকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তারপর মুতাসিম বিল্লাহর নির্দেশে তার কাছে আনা হয়। তিনি মোতাযিলাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ায় তাকে চাবুক মারা শুরু হয়। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে আবার চাবুক মারা হয়। এরপর তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। দুই বছর পর তাকে মুক্তি দিয়ে তার বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিলো। মদীনার গভর্নর জাফর সোলাইমান তাকে ৭০ টি বেত্রাঘাত করেছেন। মারার কারণে তার হাত দু'টো কাঁধ থেকে উপড়ে যায়। (মাসিক পৃথিবী পৃ. ১৫, সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যা ও একমাত্র অহিকে মানতে হবে পৃ. ৫৫, ৫৭)

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ)ও তার ছাত্রদের নিয়ে তাতার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে তাতার বাহিনী সিরিয়া ও মিসর দখল করতে পারেনি। ১৩০৬ সালে তিনি মিসরের রাজধানী কায়রোতে আসেন। আল্লাহর প্রতি মানবীয় গুণ আরোপের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে মাটির নিচে একটি কুঠরিতে বন্দী করে রাখা হয়।

বিদয়াতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কারণে তাকে আরো ৫ মাস আঠার দিন দামেস্কের দুর্গে আবদ্ধ করে রাখা হয়। তিনি জেলখানায় চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ উন্মোচন করে বই লেখেছেন, যা বর্তমানে আমরা পড়তে পারছি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) শিরক, বিদয়াত এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় মিসরের কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং দামেস্কসহ সর্বমোট ৫ বার কারাভোগ করেছেন। জেলখানা থেকে তার দোয়াত ও কলম ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো, যাতে তিনি কোন লেখনী রেখে যেতে না পারেন। ৭২৮ হি. মোতাবেক ১৩২৮ খ্রী. জেলখানায় বন্দী থাকাবস্থায় তিনি আল-কোরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (একমাত্র অহিকে মানতে হবে, পৃ. নং : ৯৮)

সহিহ আল-বোখারীর লেখক ইমাম বোখারী মুসলিম বিশ্বের জন্য এক বিরাট

www.pathagar.com

খেদমত করেছেন। এর ফলে আমারে রাসূলের সঠিক বাণীগুলো পড়ার সুযোগ হয়েছে। তিনি যখন "জামে আল-বোখারী ও তারিখুল কবির গ্রন্থদ্বয়" লেখা সমাপ্ত করেন তখনকার শাসক "খালিদ ইবনে আহমদ আয যুহাল" ইমাম বোখারীকে তার গ্রন্থদ্বয় নিয়ে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বাদশাহের দরবারে হাজির হননি। এর ফলে বাদশাহ ও ইমাম বোখারীর মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ইমাম বোখারী সমরকন্দ নিকটবর্তী "খরতংক" গ্রামে গিয়ে নামাযের মধ্যে এই দোয়া করতেন।

اَللّٰهُمَّ قَدْ ضَاقَتْ عَلَى الْاَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ فَاقْبِضْنِىْ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! এই বিশাল পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তাই তুমি আমাকে তোমার নিকট নিয়ে নাও। (রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, পৃ. নং : ৪১৯, ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন)

ইমাম নাসায়ী মিসরের আলিমদের প্রতিহিংসায় দামেস্কে চলে যান। সেখানকার লোকেরা আলী রা. সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতো। তিনি আলী রা. এর গুণাবলীগুলো একবার মসজিদে আলোচনা করেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার প্রশংসা না করার কারণে মসজিদের ভিতরে তাকে প্রহার করায় তিনি মারাত্মক আহত হয়েছেন। তারপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী 'মক্কা শরীফ' পাঠানো হলে তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেছেন। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস পৃ. : ৩৭৩, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পৃ. নং : ৪২৯)

আরব ভূখণ্ড ও ভারতবর্ষে মুসলমানদের চরম অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয় এবং শিরক ও বিদয়াতের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ) সৌদী আরবে সমাজ সংস্করণের কাজ শুরু করেন। অনুরূপ ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের চিন্তা চেতনা পরিহার করে কোরআন ও হাদীসের অনুসরণের জন্য মুসলিম সমাজ সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)। আরব ভূখণ্ডে শিরক ও বিদয়াত মুক্ত করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে শিরক ও বিদয়াত পুরোপুরি মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সেখানে রাসূলের হাদীসের নামে জাল ও মিথ্যা হাদীস এখনো কিছু আলেম তুলে ধরেন। আসলে, এগুলো শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রচার করেছিলো। যেমন :

لَوْلَاكَ كَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : হে মুহাম্মদ, যদি তোমাকে সৃষ্টি করা না হতো, তাহলে বিশ্বের কোন কিছু সৃষ্টি করতাম না।

كُنْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ ـ

অর্থ : আদম যখন মাটি ও পানির মাঝে, তখন আমি নবী ছিলাম।"

মসজিদে বসে যে দুনিয়াদারী কথা বলবে, আল্লাহ তার সমস্ত আমল বরবাদ করে দেবেন"। নামাযের মধ্যে যারা কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে তার নামায শুদ্ধ হবে না"। পাগড়ী পরে নামায আদায় করলে ২৫ রাকাতের সাওয়াব পাওয়া যায়। (রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, পৃ. নং : ২৪৪৪-২৪৯, ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা)

এই সমস্ত কুসংস্কার, মিথ্যা ও জাল হাদীস এবং শিরকের বিরুদ্ধে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) একমাত্র কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে পরিশুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। ইংরেজদের শিক্ষা-সভ্যতা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-কালচারের প্রভাবে মুসলমানরা পাশ্চাত্যমুখী হয়ে পড়েন। তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি ফতোয়া দেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন তথা খ্রীষ্টান শাসন চলছে। বিদেশী শাসনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে দারুল হারবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ১৮২৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করার কারণে সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর উপরে এই আন্দোলনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি সংস্কারমূলক কাজের ব্যাপক তৎপরতা চালাতে থাকেন। কিন্তু রণজিৎ সিং তা সহ্য করেননি। তাই বিশ্বাসঘাতক পাঠান সরদার খাদী খানের সহযোগিতায় বালাকোট নামক স্থানে সে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ চালায়। শিখদের আক্রমণে সাইয়েদ আহমেদ বেরলভী ও তার অসংখ্য অনুসারী শাহাদাত বরণ করেন। ১৮৩১ সালের ৬ই মে, ভারতীয় উপমহাদেশে একটি সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্রের পতন হয়। (ইসলামের ইতিহাস (আলিম), পৃ. নং : ৪৭৬, ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা-১১০০)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা নির্যাতিত, আক্রমণের শিকার এবং বন্দী ও শাহাদাত বরণ করেছেন ঐ সমস্ত ইসলামী চিন্তাবিদদের জীবনী আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার কারণ হচ্ছে তারা যুগে যুগে রাষ্ট্রশক্তির রোষানলে পড়েছিলেন। বর্তমানেও যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেছেন, তারাও একই পথের যাত্রী হয়ে কারাগারে বন্দী হয়েছেন। "জোলাইখার" মিথ্যা অভিযোগে ইউসুফ আ.-কে কারাগারের মধ্য বেশ কিছু দিন থাকতে হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত বাদী সত্য ঘটনা

www.pathagar.com

প্রকাশ করায় এবং রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োজনেই ইউসুফ আ. কে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তার পর ইউসুফকে মিসর রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ বানিয়ে প্রমাণ করলেন আদর্শবাদী আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও তার দলকে এইভাবে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেন, যেমন মিসরের বর্তমান ব্রাদার হুডকে আল্লাহ সম্মানের আসনে আসীন করেছেন।

সুতরাং যাদের রক্তের বিনিময়ে কোন ভূখণ্ডে "আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের" শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে যাদের লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম ও অমুসলিমগণ ইসলামের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছেন। তাদের জন্য পরবর্তীরা দোয়া করে বলে :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. (الحشر : ١٠)

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিন, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক আপনি দয়ালু ও পরম করুণাময়। (সূরা আল-হাশর : ১০ নং আয়াত)

তাই বর্তমানে ইমাম হোসাইন রা, ইমাম আবু হানিফা রহ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সহ যারা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করেছেন অথবা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের জন্য আমরা মন খুলে দোয়া করি। আল্লাহ তাদেরকে তুমি জান্নাতের মেহমান বানাও। তাদের আদর্শ অনুযায়ী আমাদের তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে শরীক হওয়ার তৌফিক দান করো। আমিন ॥

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-37-5

www.pathagar.com